চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

রথ টানলে
দুগ্গা আসে
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২১ আষাঢ় – ২৭ আষাঢ়, ১৪৩১ ঃ ৬ জুলাই – ১২ জুলাই, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 36, 6 July - 12 July, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সন্দেহের বশে গণপিটুনির সিরিয়াল

চলছে। তার একটি এপিসোড দেখা গেল কলকাতার নির্মল চন্দ্র স্ট্রিটের সরকারি ছাত্র হোস্টেলে। সেখানে মোবাইল চোর সন্দেহে ইরশাদ নামে এক যুবককে পিটিয়ে মারলো ছাত্ররা।

রবিবার : টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে

শেষ মুহূর্তে হারা ম্যাচ জিতে ধৈর্য আর পারফমান্স–এর ভেলকি দেখালো টিম ইন্ডিয়া। বলে, ব্যাটে আর সূর্যকুমারের ক্যাচে স্মরণীয় হয়ে রইল ফাইনাল।

সোমবার : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার দিঘলঘাঁটি গ্রামে পরকীয়ায়

লিপ্ত থাকার সন্দেহে এক যুবক ও এক যুবতীকে প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে পেটালো শাসক দলের নেতা বলে পরিচিত তাজিমুল হক ওরফে জেসিবি।

মঙ্গলবার : স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে দশ দিনের বেশি ভর্তি থাকলে অনুমোদন

নিতে হবে স্বাস্থ্য দপ্তরের। বিল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অহেতুক রোগীকে আটকে রাখলে শাস্তি হবে প্রতিষ্ঠান এবং ডাক্তারের। জানাল স্বাস্থ্য দপ্তর।

বুধবার : উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে এক সঘোষিত ধর্মগুরুর

ভোলেবাবা সৎসঙ্গ উৎসবে বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ঠ হয়ে প্রাণ হারালো ১০০ জনের বেশি ভক্ত যার মধ্যে বেশি মহিলা ও শিশু।

বৃহস্পতিবার : ভারতীয় রেল দপ্তরটাই কি বেলাইন হয়ে

গিয়েছে? কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই অল্পের জন্য বাঁচলো কলকাতাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। গেট ম্যান মোবাইলে ব্যস্ত থাকায় পড়ল না চালসার সোনাগাছি চা বাগানের রেলগেট।

শুক্রবার : নিয়োগ দুর্নীতি যেন বঙ্গের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

এবার অনিয়মের অভিযোগ উঠল মেডিকেল কলেজগুলোর সুপার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে। অভিযোগ, মানা হয়নি জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের নিয়ম।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নেশার কবলে এখন স্কুল পড়ুয়ারা

হেরোইন–জুয়ার র‍্যাকেট ভাঙতে তৎপর পুলিশ

কুনাল মালিক

মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা বিধানসভার অন্তর্গত আকড়া থেকে সন্তোষপুর পর্যন্ত এলাকায় রমরমিয়ে চলছিল জুয়া ও হেরোইনের ব্যবসা। রেল লাইনের দুপাশে ছোট ছোট ঝুপড়ি করে এই ব্যবসা চলছিল। অনেক যুবক হেরোইনের পয়সা জোগাড় করতে এলাকায় চুরিচামারিতে জড়িয়ে পড়ছিল। এমন কি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে এই হেরোইনের ব্যবসার র‍্যাকেট গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। অনেক ছাত্র নাকি এই র‍্যাকেটের শিকার হয়েছে ইতিমধ্যেই। সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার মহেশতলা থানা এবং রবীন্দ্রনগর থানা যৌথ উদ্যোগে এই জুয়া ও হেরোইনের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য অ্যাকশনে নামে। ইতিমধ্যেই দুই থানা এলাকা থেকে প্রায় ১০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নতুন ঠেক নুঙ্গি থেকে আকড়া

সন্তোষপুর থেকে আকড়া স্টেশনে যাবার পথে পড়ে কাবাব গলি, আয়নাল পাড়ার মোড়, জাল কেবিন, নুর বস্তি, হেলাঘাট, বগা নোয়াপাড়া প্রভৃতি এলাকা।

এরপর পাঁচের পাতায়

নতুন আইনে বদল হবে কি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জুলাইয়ের পয়লা থেকে দেশে লাগু হয়েছে নতুন ৩ ফৌজদারি আইন। অবশ্য তাতে অপরাধের কোনও কমতি নেই। ডাকাতি থেকে পাচার, ড্রাগ থেকে বেপরোয়া ড্রাইভিং সবই চলছে আগের মতোই। মানুষের প্রশ্ন নতুন দেশি আইন কি আদৌ লাগাম পরাতে পারবে অপরাধে। আইনজ্ঞরা বলছেন, কিছু অদল–বদল ছাড়া তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি নতুন আইনে। শাস্তির মেয়াদ কিছু ক্ষেত্রে বেড়েছে, জরিমানার পরিমাণ। তবে কঠোর আইনে কীভাবে বাঁধা যাবে অপরাধের মানসিকতাকে তার হদিশ দিতে পারছে না নয়া আইনের ধারা। আগামী দিনে দেশজুড়ে পরিসংখ্যানের তথ্যই বলে দেবে নতুন আইনের সাফল্য।

তবে নয়া এই আইনগুলি নিয়ে কোনও হেলদোল নেই জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে। বরং রাজনীতি আইনের সাফল্যকে অনেকটাই ফিকে করে দিয়েছে। প্রাক্তন পুলিশকর্তাদের মতে আগে যেসব ধারায় মামলা সাজানো হত, এখন সেই ধারাগুলো হয়তো বদলাবে। কিন্তু তদন্তের দীর্ঘসূত্রীতা কিছুমাত্র কমবে বলে মনে হয় না। এরপর রয়েছে বিচারের অপেক্ষা। দ্রুত শাস্তি দিয়ে মানসিকতা বদলাবার আশা অদূর ভবিষ্যতে মিটবে বলে মনে হয় না।

বুড়ুল হাইস্কুল চত্বরে বেআইনি নির্মাণ গড়ে গাঁজা মদের ব্যবসা

হেনস্থার শিকার প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বুড়ুল : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের শতাব্দী প্রাচীন বুড়ুল হাইস্কুল। সম্প্রতি জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে স্কুল চত্বরের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ করে শংকর নস্কর নামে একব্যক্তি ও তার পরিবার মদ ও গাঁজার ব্যবসা করছিল বলে অভিযোগ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি মণ্ডল এব্যাপারে প্রতিবাদ করলে তাকে বারবার ওই পরিবারের হাতে হেনস্থা হতে হয়। এমনকি এমনও জানা যায়, ওই শংকর নস্কর প্রধান শিক্ষককে জোর করে বিড়ি ও গাঁজার প্যাকেট মুখে গুঁজে দেয়। প্রধান শিক্ষককে বাঁশ দিয়ে মারতে উদ্যত হয়। এই ঘটনায় স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা রুখে দাঁড়ায়। স্থানীয়ভাবে পুলিশকে বিষয়টি প্রধান শিক্ষক জানালে, পুলিশ এসে অবৈধ নির্মাণের একটা অংশ ভেঙে দেয়। তারপর আবারও প্রধান শিক্ষককে ওই শংকর নস্করের দ্বারা হেনস্থা হতে হয়। বিষয়টি ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামীর কানে যায়। তিনি একটি পুলিশ আধিকারিকদের টিমকে ঘটনাস্থলে পাঠান প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার জন্য। জানা যায়, তারপরই পুলিশ সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে ওই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিয়ে চিরতরে নেশার ব্যবসা বন্ধ করার জন্য আদেশ দিয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, কোনভাবেই এই ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলায় অবৈধ গাঁজা মদের ব্যবসা করতে দেওয়া যাবে

না। যদি এই ঘটনায় কোন পুলিশেরও মদত থাকে তাকেও রেয়াত করা হবে না। আপাতত বুড়ুল হাইস্কুল চত্বরে অবৈধ নির্মাণ এবং নেশার ব্যবসা বন্ধ হয়েছে। তবে ওই অবৈধ ব্যবসায়ের কারবারি শংকর নস্কর প্রতিহিংসার জন্য ফুঁসছে বলে সূত্রের খবর। বুড়ুল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষার কান্তি মণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলেন, দেখুন পরিস্থিতি এখন অনেকটাই আয়ত্তে, তবে স্কুল চত্বরের মধ্যে বেআইনি যে নির্মাণ ছিল তা পুরোটা ভাঙা হয়নি, চালা ঘরটা মাত্র ভেঙেছে পুলিশ। আমি সমস্ত কিছু বিষয়টি আলিপুর ডিআই এর কাছে জানিয়ে এসেছি। পরিস্থিতি আগের তুলনায় স্বাভাবিক হলেও চাপা একটা আতঙ্ক রয়ে গেছে।

সম্প্রীতি উড়ালপুলে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত

তখনও রক্তের দাগ টাটকা। ছবি : অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : আবারও মহেশতলার সম্প্রীতি উড়ালপুলে প্রাণ গেল দুই যুবকের। গত বুধবার রাত দুটো নাগাদ জিনজিরা বাজারের দিক থেকে বাটার দিকে উড়ালপুল ধরে দুটি বাইকে চারজন আরোহী বাইক রেস করছিল। হঠাৎই দুটি বাইক উড়ালপুলের গার্ড ওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে রামপুরের কাছে। একটি বাইক থেকে ছিটকে পড়ে রাহুল বল নামে একটি যুবক। ঘটনার স্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে খবর। তার সঙ্গী প্রতাপ মণ্ডলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরের দিন সকালে তারও মৃত্যু হয়। অপর বাইকের দুজন আরোহী আহত হলেও অবস্থা স্থিতিশীল। জানা গেছে, ওই যুবকদের বাড়ি তারাতলার বিশালাক্ষীতলার কাছে। ওইদিন রাহুলের জন্মদিন উপলক্ষে গভীর রাত পর্যন্ত পার্টি চলেছিল। মদ্যপ অবস্থায় তারা বাইক রেস করতে বেরিয়েছিল। এর আগেও বহু প্রাণ দুর্ঘটনায় বলি হয়েছে এই সম্প্রীতি উড়ালপুলে। রাত দশটার পর ওই উড়ালপুলে যান চলাচল যখন নিষিদ্ধ থাকে, কীভাবে ওই যুবকরা তাহলে উড়ালপুলে উঠল উঠছে প্রশ্ন। তাহলে কি ট্রাফিকের নজরদারি ছিল না। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার এসপি রাহুল গোস্বামী বলেছেন, অনেকদিন ওই উড়ালপুলে কোন দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেনি। কীভাবে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হকার উচ্ছেদ ঘিরে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে সরকারি জমি দখলমুক্তির নির্দেশজারির পর রাজ্য জুড়ে শুরু হয় 'সাফাই'অভিযান। এরপর এক মাসের জন্য এই সাফাই অভিযানে স্থগিতাদেশ দিলেও রাজ্য জুড়ে নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন। তৎপরতা দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেও।

শুক্রবার বারাসাত জেলা শাসকের দপ্তরে হকার ও গাড়ি পার্কিং নিয়ে জরুরি বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় ও মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ। এদিনের বৈঠক থেকে বেরিয়ে বারাসাত পুরপ্রধান অশনিবাবু জানান, 'যেখানে যেখানে হকাররা আছেন এবং যেখানে যেখানে পার্কিংয়ের সমস্যা আছে সেগুলি সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা এই ব্যাপারে মাইকিং শুরু করেছি, ইতিমধ্যে ১১–১২টা জায়গা চিহ্নিত করেছি। এসডিও'কে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই সমস্যা সমাধান করব।' নিমাইবাবু বলেন, 'আমরা হকারদের সঙ্গে বসে ফুটপাথ মুক্ত করার আবেদন করব। যেসব বাড়তি দোকান ফুটপাথের উপর চলে এসেছে, আমরা সেগুলিও মার্কিং করব। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও একটা মিটিং হবে। ১মাস পর সেই নির্দেশিকা কার্যকর হবে। উল্লেখ্য মধ্যমগ্রাম থানা পেরিয়ে হাট পর্যন্ত দখলদার মুক্ত করেছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান ও বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতার হেরিটেজ ভবনগুলির বেহাল দশা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্থ এই শহরে অনেক স্মৃতিবিজরিত ভবন বা সৌধ রয়েছে, যার মধ্যে কিছু ভবন বা সৌধ হেরিটেজের তকমা পাওয়া সত্ত্বেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। আবার কিছু ভবন বা সৌধ এই হেরিটেজ তকমা না পাওয়াতে নানা কারণে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে বলে জানান, কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। বিশ্বরূপ দে বলেন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কলকাতা পৌরসংস্থার বরোভিত্তিক এইসব স্মৃতিবিজড়িত ভবন বা সৌধের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করে, তাকে হেরিটেজ তকমা দিয়ে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা প্রয়োজন। এই হেরিটেজ ভবন বা সৌধ গুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা দরকার। এই হেরিটেজ ভবন গুলি সাধারণ মানুষের কাছে মনোগ্রাহী করতে একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। যাতে কিনা আমাদের ইতিহাস সারা বিশ্বের কাছে সমাদৃত হয়। এবং এবিষয়ে আরও বলা যায় যে, অনেক সময় দেখা যায়, যে হেরিটেজ তকমা থাকুক না থাকুক সেই বাড়িটি হয় তো অনেক স্মৃতিকে বহন করছে। কিন্তু বিবিধ কারণে দেখা যাচ্ছে, ওইসব বাড়ি ভেঙে অন্য বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে আমি মহানাগরিককে অনুরোধ, তিনি যদি এবিষয়ে তাঁর মতামত এবং সুচিন্তিত অনুধাবন প্রয়োগ করেন, তাহলে কলকাতার হেরিটেজ ভবন এবং সৌধ গুলি ঠিকঠিক ভাবে রক্ষিত হয়।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার হেরিটেজ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, হেরিটেজ বিষয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে ওর ভাবনার অনেকটার সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথম যেটা বলেছেন যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হেরিটেজ তকমা পাওয়া ভবনের সম্পূর্ণ তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েবসাইটে কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার হেরিটেজ ভবনের লিস্ট প্রকাশ করে দিয়েছি। আর হেরিটেজ সংক্রান্ত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, এটাও ১৯৮০ – র কলকাতা পৌরনিগম আইনে বলা আছে, ৪২৫এ ধারায় বলা হেরিটেজ সংক্রান্ত ভবনের মালিক তাঁরাই কিন্তু হেরিটেজ ভবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাজারে আগুন, নাজেহাল মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবার পর থেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় আনাজপত্র ও মাছ–মাংসের অগ্নিমূল্যে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। আলুর মূল্য কেজি প্রতি এখন ৩৫ টাকা, টমেটো বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কিলোয়, এছাড়া অন্যান্য ঢেড়স, ঝিঙে, শসা, পটল সহ অন্যান্য সবজির মূল্য ৬০ টাকা থেকে ১০০ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মাছ ও মুরগির মাংসের দাম। যা সাধারন মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে প্রতিদিন বাজারে গিয়ে সবজির অগ্নিমূল্যে ছ্যাঁকা খেতে হচ্ছে। এব্যাপারে কোন রাজনৈতিক দলই এখন সরব হচ্ছেনা। সরকারও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সাধারণ মানুষ হতাশ। অথচ মানুষের দিন দিন আয় কমছে। কবে বাজারের অগ্নিমূল্য কমবে সে ব্যাপারে চিন্তায় উদ্বিগ্ন মানুষ। হঠাৎ আনাজপত্রের দাম বেড়ে গেল কেন? এই প্রশ্নে কৃষক নেপাল ভৌমিক জানালেন, নিচু জমিতে যে সমস্ত সবজির চাষ হয়েছিল হঠাৎ বর্ষনে সেই সমস্ত গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া আগের মত এখন চাষের পরিমাণও কমেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অনুদানের পিঠে চড়ে এগোনোর চেষ্টায় শিক্ষা

শিক্ষার হাল /৫

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন ধরুন কন্যাশিশুদের বাল্যবিবাহের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রাজ্য সরকার ২০১৩ সালে 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' চালু করে। এই প্রল্পটির অধীনে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি বিদ্যালয়ে পাঠরতা প্রতিটি বালিকা আর্থিক সুবিধা পায়। ২৯ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৮,১৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম নথিভুক্তিকরণ হয়েছে ২,৭৮,৬৭,৭৫৬ জন ছাত্রীর। আর তাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। যাদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে তারা বছরে ১০০০ টাকা করে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভাতা পাবে সরকারের তরফ থেকে। আর ১৮ বছর পূর্ণ হলেই পাওয়া যাবে ২৫,০০০ টাকা। এটি হল কন্যাশ্রী প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ যা কে–২ নামে পরিচিত। তবে যে সমস্ত বালিকাদের পরিবারের বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কম ও নিজেরা অবিবাহিত থাকবে তারাই কেবলমাত্র এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা। তিনি মহিলা হিসাবে অন্যান্য বালিকা ও মহিলাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত বেশি সংবেদনশীল হবেন এটা প্রত্যাশিত। যাই হোক এ রাজ্যের যেকোনও ছাত্রী যার বয়স ১৮ বছরের উর্দ্ধে ও যাদের পারিবারিক আয় ১.৫০ লক্ষ টাকার নীচে (বৎসরে) তাদের বিবাহের সময় সরকার এককালীন ২৫,০০০ অনুদান দেয়। এটাই 'রূপোশ্রী প্রকল্প'। এই প্রকল্পটি চালু হয়েছিল ২০১৮ সালে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১১.৭১ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের কন্যারা উপকৃত হয়েছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল 'সবুজসাথী'। এই প্রকল্পটি ২০১৫ সালে এরাজ্যে চালু হয়। যেখানে ১.২৪ কোটি ছাত্রছাত্রী ২০২৩ সাল পর্যন্ত উপকৃত হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী সকলেই সুবিধা পেয়ে থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০১৫ সালে যে ১৭টি গোল বা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তার নম্বর লক্ষ্যে স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্র চার–এ গুণগত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ–এ নারী–পুরুষের মধ্যে সমতার কথা বলা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যগুলির কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ করে লিঙ্গ সমতা, শিক্ষায় সমতা ও সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য'র বন্দোবস্ত করা এবং পরিবেশ দূষণের হাত থেকে সমাজকে রক্ষার জন্য এই অভিনব প্রয়াস গ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য 'শিক্ষাশ্রী প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে তপশিলি জাতির ছাত্র–ছাত্রীরা বছরে ৮০০ টাকা করে অনুদান পায়। তবে পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকার কম হতে হবে।

(ক্রমশঃ)

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে
রাজ্য চারুকলা পর্ষদ
আয়োজিত

চারুকলা
পরিচয় শিক্ষাক্রম
২০২৪

(ART APPRECIATION COURSE)

বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্প-আলোচকদের বক্তৃতায় সমৃদ্ধ চারুকলা বিষয়ক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিজ কাজের নমুনাসহ সাক্ষাৎকারের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাক্ষাৎকার
১২ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, ২টো - ৫টা
চারুকলা ভবন (কলকাতা তথ্যকেন্দ্র সংলগ্ন)
১/১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩৫৩১৭

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উত্তরের আঙিনায়

কার্শিয়াং হয়ে দার্জিলিং বেশ কিছু রাস্তা বন্ধ

সজল দাশগুপ্ত, সিকিম : ভোগান্তি অব্যাহত, দার্জিলিং যাওয়ার বেশ কিছু রাস্তা বন্ধ। শুধু দার্জিলিং নয় কালিম্পং যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি রাস্তাও বন্ধ। লাগাতার বৃষ্টিপাত, সাথে ধস, সেই কারণে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে যান চলাচল আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা। লাগাতার বৃষ্টিপাতের কারণে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে। ধসের কারনে তিস্তা থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথ বন্ধ। বিগত কিছুদিন ধরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে খুব কম পরিমাণ যানবাহন চলাচল করছিল। পাথর গাছ পড়ে যাওয়ার কারণে ওই পথ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। আপাতত শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং হয়ে দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তাটি চালু আছে। সেই পথ ধরেই পর্যটকদের গাড়ি করে উপরে পাঠানো হচ্ছে। অপরদিকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকবার জন্য, কালিম্পং বা সিকিম যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যটকদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বর্ষা পড়তেই বেড়েছে শাক সবজির দাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বেড়েছে আলু পেঁয়াজসহ বেশ কিছু শাকসবজির দাম। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট বাজারে আলুর কেজি প্রতি দাম ৩৫ টাকা। অপরদিকে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৪০ টাকা। এছাড়া লঙ্কা ,আদা, টমেটো এগুলোর দামও বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে সবজি বিক্রেতারা জানিয়েছেন, প্রতিবছর বর্ষাকালে আলু পেঁয়াজ শাকসবজির দাম বেশি থাকে, বর্ষাকাল চলছে সেই কারণে এই বছরও অন্যান্য বছরের মতো শাকসবজি আলু পেঁয়াজের দাম বেশি। দাম বেশি হওয়ার কারণে ক্রেতাদের আনাগোনা একটু কমেছে, দাম বেশি হওয়ার কারণে ক্রেতারা হিসেব করে শাক সবজি কিনছেন।

শিলিগুড়িতে সড়ক দুর্ঘটনা, স্কুল বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ অটোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাতে মৃত্যু এক মহিলার। শিলিগুড়িতে বুধবার মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর জখম হন এক মহিলা , তাকে শিলিগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। আনুমানিক বয়স ৪০, গুরুতর আহত অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তার।। এই খবর শোনার পর কান্নায় ভেঙ্গে পরে মৃতার পরিজনেরা। প্রসঙ্গত জানা গেছে, স্কুল বাস ধাক্কা খায় একটি অটোকে। আহত একাধিক যাত্রী। শিলিগুড়ি ভেনাস মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি বেসরকারি স্কুলের বাস রাস্তার পাশে থাকা একটি অটোতে সজোরে ধাক্কা দেয়। জানা গেছে বেসরকারি স্কুলের বাসটি যখন শিলিগুড়ি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোতে সজোরে ধাক্কা দেয় স্কুল বাসটি। অটোর ভেতরে থাকা একজন মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। পাশেই ছিল শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের একাধিক কর্মী । তারাই সেই মহিলাকে উদ্ধার করেন, শিলিগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। এই ঘটনাকে পরে ঘিরে সাময়িকভাবে ভেনাস সংলগ্ন এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্কুল বাসের দৌরাত্ম্য যেভাবে দিন দিন বাড়ছে তাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সব সময় সাধারণ মানুষকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এবং মাঝে মাঝে এরকম দুর্ঘটনা ঘটছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ জুলাই – ১২ জুলাই, ২০২৪

মেষ রাশি : অন্যের উপর রূঢ় আচরণ না করাই শ্রেয়। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় উন্নতিতে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

প্রতিকার : কুকুর পালন করুন।

বৃষ রাশি: চাকরী ক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসা ক্ষেত্রে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। তীর্থ ক্ষেত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। ধর্মে–কর্মে আগ্রহী। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। মান সম্মান বৃদ্ধি এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা। অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গরুকে খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। আর্থিক কষ্টের কিছুটা সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরী ক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার বা বদলির সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : যে কোনো মাদক দ্রব্য থেকে বিরত থাকুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব এবং পদোন্নতিতে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। মামলা–মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সফলতা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনেদের সঙ্গে সুষ্ঠ সফলতার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান শিবের পঞ্চামৃত অভিষেক করুন

সিংহ রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবা মূলক কর্মে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। গুরুজনদের নিকট থেকে কোনও উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কাঁচা কয়লা সন্ধেবেলা জলে নিক্ষেপ করুন।

কন্যা রাশি : কোনো কার্যোদ্ধারে বিপত্তি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। রক্তচাপে হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সন্তানের কৃতিত্বে ঘরে খুশির বাতাবরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তার বিকাশ। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : ওম নমো ভাগবতে রুদ্রায় নম ১৬ বার পাঠ করুন।

তুলা রাশি : নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য স্বজনবর্গের সঙ্গে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠুন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে দূরে বদলির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা বস্ত্র পরিধান করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। কোনো মামলা–মোকদ্দমা বা ঝামেলায় জড়াতে পারেন। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

মকর রাশি : মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ পেতে পারেন। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : আপনার কাজের টেবিল পরিষ্কার রাখুন।

কুম্ভ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। স্বজনের থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি। গৃহ নির্মাণ ও মেরামতির জন্য পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নৃত্য–গীতাদির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক ব্যয়বৃদ্ধি। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : 'ওম শ্রীম শ্রীম সা কেতাবে নম' ১৮ বার জপ করুন।

মীন রাশি : চাকরির ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আগের তুলনায় স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসার প্রসারতা ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার দ্বারা কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ।

প্রতিকার : পোষা কুকুরের যত্ন নিন।

কাজের খবর

কেন্দ্রীয় সরকারে ৮,৩২৬ মাল্টিটাস্কিং স্টাফ ও হাবিলদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ বা, অফিসে কাজের জন্য মাল্টি টাস্কিং (নন– টেকনিক্যাল) স্টাফ ও হাবলদার পদে ৮,৩২৬ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা দুই পদের জন্যই আবেদন করতে পারেন। হাবলদার পদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি (গোর্খা ও তপশিলী উপজাতি হলে ১৫২.৫ সেমি), বুকের ছাতি অন্তত ৮১ সেমি (অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে)। মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি (গোর্খা ও তপশিলী উপজাতি হলে ১৪৯.৫ সেমি) আর ওজন অন্তত ৪৮ কেজি (গোর্খা ও তপশিলী উপজাতি হলে ৪৬ কেজি)। বয়স হতে হবে – মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদের – বেলায় ১–৮–২০২৪র হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২– ৮–১৯৯৯ থেকে ১–৮–২০০৬এর মধ্যে। হাবলদার পদের জন্য বয়স হতে হবে ১–৮– ২০২৪র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯৭ থেকে ১–৮–২০০৬এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর, বিধবা, বিবাহ– বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীর যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক সপ্তম পে কমিশন অনুযায়ী। শূন্যপদ: মাল্টি টাস্কি স্টাফ পদে ৪,৮৮৭টি, হাবলদার পদে ৩,৪৩৯টি। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। Mult Tasking (Non–Technical) Staff and Havaldar (CBIC & CBN) Examination 2024 পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে সর্বভারতীয় পর্যায়ের অনলাইন (কম্পিউটার বেসড টেস্ট পরীক্ষা হবে অক্টোবর–নভেম্বর নাগাদ। পূর্ব– ভারতে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, বর্ধমান, আসানসোল, গ্যাংটক, বোকারো, হাজারিবাগ, জামশেদপুর, বেরহামপুর (গঞ্জাম), রাঁচী, ভুবনেশ্বর, কটক, সম্বলপুর, পোর্ট ব্লেয়ার। ইটানগর, ডিব্রুগড়, গুয়হাটি (দিসপুর), জোড়হাট, শিলচর, কোহিমা, শিলঙ, ইম্ফল, আগরতলা, আইজল। কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় ২৭০ নম্বরের ৯০টি প্রশ্ন থাকবে। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। পরীক্ষায় থাকবে দুটি সেশন। প্রথম সেশনে থাকবে এই ২টি পার্ট: (১) নিউমেরিক্যাল অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটি–৬০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (২) রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং–৬০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। সময় ৪৫ মিনিট। দ্বিতীয় সেশনে থাকবে এই ২টি পার্ট : (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–৭৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (২) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন ৭৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় ৪৫ মিনিট। সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। প্রথম সেশনে নেগেটিভ মার্কিং নেই। কিন্তু দ্বিতীয় সেশনের পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা হবে। প্রশ্ন হবে বাংলা ও ইংরিজি–সহ ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়। কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৩০% ও.বি.সি. ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ২৫% আর অন্যান্য ক্যাটেগরি হলে ২০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদের বেলায় অনলাইন কম্পিউটার টেস্টের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি হবে। এই পরীক্ষায় কোনো ইন্টারভিউ নেই। তবে হাবলদার পদের বেলায় অনলাইন কম্পিউটার টেস্টে সফল হলে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায় ১৫ মিনিটে ১,৬০০ মিটার দৌড় আর মেয়েদের বেলায় ২০ মিনিটে ১ কিমি দৌড়তে হবে। সফল হলে মেধা তালিকা তৈরি হবে। কোনো ইন্টারভিউ নেই। অনলাইন পরীক্ষায় একাধিক প্রার্থী একই নম্বর পেয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে প্রথমে প্রথম সেশন, তারপর দ্বিতীয় সেশন, তারপর জন্ম–তারিখ (বেশি বয়সের প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন), তারপর নামের বর্ণমালা অনুযায়ী প্রথম দিকের প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.ssc.gov.in <http://www.ssc.gov.in> দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়ে বসাই টে www.ssc.gov.in <http://www.ssc.gov.in> প্রার্থীদের প্রথমে One Time Registration করতে হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৬,১২৮ জন ক্লার্ক আই.বি.পি.এস পরীক্ষার মাধ্যমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই : সারা ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ক্লারিক্যাল ক্যাডারে ৬,১২৮ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। নেওয়া হবে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আই.বি.পি.এস.)এর কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট ইন ক্লার্কস ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশন (CRP Clerks–XIV) পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অনলাইন পরীক্ষা নেবে। পরীক্ষা হবে দু"টি ধাপে। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ও তাতে কোয়ালিফাই নম্বর পেলে মেন পরীক্ষা। মেন পরীক্ষায় সফল হলে নাম অ্যালোকেশনের জন্য পাঠানো হবে। এই পদের বেলায় কোনো ইন্টারভিউ নেই। মেন পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে ও নিয়োগ হবে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক, পঞ্জাব ন্যাশনালব্যাঙ্ক, পঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অপারেশন / ল্যাঙ্গোয়েজের সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা/ ডিগ্রি কোর্স পাশ হতে হবে। স্কুল/ কলেজ/ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার/ইনফর্মেশন টেকনোলজি একটি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে থাকলে কম্পিউটারের ডিগ্রি / ডিপ্লোমা / সার্টিফিকেট কোর্স পাশ না হলেও হবে। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের সরকারি (অফিসিয়াল) ভাষা পড়তে/ লিখতে ও বলতে পারা দরকার। প্রাক্তন সমরকর্মীরা ওপরের ওই শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় আর্মি স্পেশাল সার্ভিস অফ এডুকেশন, নেভি বা, এয়ারফোর্সের করেসপন্ডিং সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে ও অন্তত ১৫ বছর চাকরি করে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৪"র হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৭–১৯৯৬ থেকে ১– ৭–২০০৪ এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা বা, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা আইনত আলাদা হয়ে থাকলে ৯ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। তপশিলীদের প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিং হবে আগস্টে। কোন ব্যাঙ্কে ক"টি শূন্যপদ তা দেওয়া হল: (A) WEST BENGAL (1) Bank of India: 17 (UR: 10, OBC: 3, SC: 3, EWS: 1), (2) Central Bank of India: 167 (UR: 68, OBC: 36, SC: 38, ST: 8, EWS: 17), (3) Punjab National Bank: 120 (UR: 49, OBC: 26, SC: 27, ST: 6, EWS: 12), (4) Punjab & Sind Bank: 18 (UR: 10, OBC 3, SC: 4, EWS: 1). (5) Indian Overseas Bank : 9 (UR: 3, OBC: 2, SC: 4). (B) JHARKHAND (1) Bank of India: 34 (UR) : 15, OBC: 4, SC: 04, ST: 8, EWS: 3), (2) Central Bank of India: 20 (UR: 9, OBC: 2, SC 2, ST: 5, EWS: 2), (3) Indian Overseas Bank : 1 (OBC), (4) Punjab National Bank: 10 (UR : 5, OBC: 1, SC: 1, ST–2, EWS–1). (5) Punjab & Sind Bank: 5 (UR: 4, ST: 1). (C) BIHAR (1) Bank of India: 16 (UR: 9, OBC: 04, SC: 02, EWS: 01), (2) Central Bank of India: 185 (UR: 87, OBC: 49, SC: 29, ST 1, EWS: 19), (3) Indian Overseas Bank: 1 (OBC), (4) Punjab National Bank: 30 (UR: 15, OBC: 8, SC: 4, EWS–3), (5) Punjab & Sind Bank: 5 (UR: 4, OBC: 1). (D) ODISHA (1) Bank of India: 5 (UR–4, ST– 1), (2) Central Bank of India: 27 (UR: 12, OBC 3, SC: 4, ST: 5, EWS: 3), (3) Punjab National Bank: 50 (UR: 20, OBC: 6, SC: 8, ST: 11, EWS : 5), (4) Punjab & Sind Bank: 9 (UR–6, SC–1, ST–1, OBC–1), (5) Indian Overseas Bank: 12 (UR: 5, OBC: 3, SC: 2, ST:2), (6) Canara Bank : 4 (UR: 2, SC: 1, ST–1). (E) TRIPURA–(1) Central Bank of India: 3 (UR), (2) Punjab National Bank: 15 (UR: 8, SC: 2, ST : 4, EWS: 1), (3) Punjab and Sind Bank: 1 (UR). (F) Assam–(1) Bank of India: 2 (UR), (2) Canara Bank: 4 (UR: 2, SC: 1, ST–1), (3) Central Bank of India: 64 (UR: 30, OBC: 17, SC: 4, ST–7, EWS–6), (4) Punjab and Sind Bank: 5 (UR: 4, OBC :1). প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন (প্রিলিমিনারি ও মেন) পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নেবে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন"। পরীক্ষা হবে অনলাইনে আগস্টে, কলকাতা–সহ সারা ভারতের বিভিন্ন অনলাইন পরীক্ষা কেন্দ্রে। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি ও হিন্দিতে। অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ১০০ নম্বরের ১ ঘন্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে। (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৩০ নম্বর। সময় ২০ মিনিট। (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি ৩৫ নম্বর। সময় ২০ মিনিট। (৩) রিজনিং এবিলিটি–৩৫ নম্বর। সময় ২০ মিনিট। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। ওই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে কাট–অফ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। কাট–অফ নম্বর কত থাকবে তা আই.বি.পি.এস. ঠিক করবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। ফল বেরোবে সেপ্টেম্বরে। এরপর অনলাইন মেন পরীক্ষা হবে অক্টোবরে। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ২০০ নম্বরের ১৯০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল/ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস –৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৩৫ মিনিট। (২) জেনারেল ইংলিশ– ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৩৫ মিনিট। (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট। (৪) রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড–৬০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট। প্রশ্ন হবে ইংরিজিতে। প্রিলিমিনারি ও মেন পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলে তবেই মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এরপর প্রভিশনালি অ্যালটমেন্ট পাবেন এপ্রিল নাগাদ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.ibps.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে যেসব প্রমাণপত্র নিজের কাছে থাকতে হবে। (১) বৈধ ই–মেল আই.ডি.। যাঁদের আই.ডি. নেই, তাঁরা নিজের নামে ই–মেল আই.ডি. বানিয়ে নিয়ে তবেই দরখাস্ত করবেন। (২) পাশপোর্ট মাপের নিজের রঙিন ফটো ও নিজের সই (সিগনেচার) স্ক্যান করা থাকতে হবে (স্ক্যান করবেন ২০০ ডি.পি.আই.এ জে.পি.জি. বা, জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে)। সিগনেচার স্ক্যান করবেন ১০–২০ কে.বি.র মধ্যে আর ফটো স্ক্যান করবেন ২০–৫০ কে.বি.র মধ্যে। (৩) লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করতে হবে, (৪) নিচের এই লেখাটি সাদা কাগজে নিজের হাতের লেখায় লিখে স্ক্যান করে নেবেন ।..... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid, I will present the supporting documents as and when required, (৫) পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ১৭৫) টাকা লাগবে। টাকা অনলাইনে জমা দিতে পারবেন, ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Click here to apply online for CRP Clerks (CRP–Clerks–XIV) তে ক্লিক করে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে

শব্দবার্তা ৩০১

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। দৈত্য, দানব ৩। বিধির নির্বন্ধ ৫। চন্দ্র ৬। আপন নয় ৭। বনধ ৯। হয়রান অবস্থা ১২। ফলবিশেষ ১৩। জেল, ফাটক ১৪। বিজয়া দশমীর উৎসব ১৫। চোর।

উপর–নীচ

১। দয়া, কৃপা ২। হাস্যরসের অবতারণা ৩. প্রকোষ্ঠ, কক্ষ ৪। শহর ৬। এদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা ভালো ৮। প্রকার ধরণ ১০। আরম্ভ, সূত্রপাত ১১। লিখিত বিবরণ ১২। তার ১৩। কাহারা–র চলিত রূপ।

সমাধান : ৩০০

পাশাপাশি : ১। অবাধ ৪। পদবি ৫। করকমল ৬। জলচল ৭। আবগারি ৯। বায়ুমণ্ডল ১১। কাবাব ১২। তদ্রূপ।

উপরনীচ : ১। অবিকল ২। বনিক ৩। তবিলদার ৪। পটল ৬। জলবাতাস ৭। আলকাপ ৮। গায়েব ১০। মদত।

যোগদিবস উপলক্ষে যোগের ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা

ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক : এবারে যোগের তাত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক। পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাক্ত, পঞ্চকোষ, পঞ্চপান্ডব এক একটি ভূত তত্মাক্ত কোষের ও পঞ্চপান্ডবের যোগসূত্র–(১) ক্ষিতি বা মাটি– পঞ্চতন্মাক্তের গন্ধ, পঞ্চপান্ডবের সহদেব, পঞ্চকোষের অন্নময় কোষ (২) অপ বা জল –পঞ্চতন্মাক্তের রস, পঞ্চপান্ডবের নকুল এবং পঞ্চকোষের প্রাণময় কোষ (৩) তেজতত্ব–তন্ত্রাক্তের রুপ বা আলো, পঞ্চপান্ডবের অর্জুন, তেজ দীপ্তবীর, পঞ্চকোষের মনোময় কোষ (৪) বায়ু বা মরু– পঞ্চতন্মাক্তের শব্দ, পঞ্চপান্ডবের ভীম, বায়ুশ্চ চঞ্চলাগতি। ভীমের গতি প্রকৃতি চঞ্চল পঞ্চকোষের জন্মময় কোষ (৫) শেষ তত্ব বা ব্যোম অর্থাৎ শূন্য– পঞ্চতন্মাক্তের স্পর্শ, পঞ্চপান্ডবের যুধিষ্ঠির, পঞ্চকোষের আনন্দময় কোষ। যুধিষ্ঠিরের সব ব্যাপারে নিলিপ্ত। যোগের আরো একটি দিক আছে। সেইটি হচ্ছে ষট্ কর্ম (১) নেতি–সূত্র নেতী, জল নেতী বা নাসা পান। ইহাতে শ্বাসনতন্ত্রের যাবতীয় রোগ নিরাময় হয়,(২) বমন ধৌতি দুই লিটার মত জল পান করে গলার তর্জণী ও মধ্যমা আঙ্গুল প্রবেশ করে বমন করা। (ধৌতি ২ প্রকার, বারিস ধৌতি ও বমনও ধৌতি) (৩) বস্তি– ৪ ইঞ্চি চওড়া ২ ফুট লম্বা পরিষ্কার সাদা থান কাপড় নিয়ে ভালো ঘি বা মধুতে ভিজিয়ে সরু নলাকৃত করে গলা দিয়ে ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ রেখে পুনঃ আস্তে আস্তে বার করে নিতে হবে। ইহা ছাড়া সরু নরম ৫–৮ ইঞ্চি প্লাসটিক পাইপ ২–৩ ফুট নিয়ে করা যায়। ইহাতে পাচন তন্ত্রের যাবতীয় রোগ নিরাময় হয় (৪) ভাতি– কপালভাতি নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পিঠের দিকে টানতে হয়। এইভাবে ১০০ বার করতে হবে(ফু দেওয়ার মতো শ্বাস ছাড়তে হবে) ইহাতে পাচন তন্ত্রের যাবতীয় রোগ নিরাময় হয়। এছাড়া চক্ষু ভাতি ও কর্ণভাতি ও আছে। দুই হাতের তর্জনী আঙ্গুল কানে ভিতর প্রবেশ করে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল চোখের পাতার উপর রেখে ১০ বার করে ঘড়ির কাঁটার দিকে ১০ বার ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘোরাতে হবে এটা চোখের ও কানের রোগের পক্ষে উপকারী। (৫) ত্রাটক–ত্রাটক দুই প্রকার বিন্দু ত্রাটক ও দ্বীজ ত্রাটক যে কোন সুখাসনে খুব হাল্কা আলো থাকবে এমন জায়গায় বসে যে কোন বিন্দুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে করতে হয়। এছাড়া নাসাগ্রে বা ভ্রু যুগলের মধ্যস্থানে দৃষ্টি রেখে করা যায়। আরও একভাবে করা যায়। একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে বা 'জিরো' পাওয়ারের আলো জ্বালিয়েও অভ্যাস করা যায়। এত ধ্যানের যাবতীয় উপকার পাওয়া যায়, (৬) নৌলিকি উড্ডীয়ান বন্ধ মুদ্রা অভ্যাস করলে এই নৌলিকি করা যায়। নিঃশ্বাস ছেড়ে পেটকে টেনে এই ক্রিয়া করতে হয়। নৌলিকি তিন প্রকার। ১। মধ্য নৌলিকি ২। পার্শ্ব নৌলিকি ৩। ঘূর্ণায়মান নৌলিকি। মধ্য নৌলিকি শ্বাস ছেড়ে পেটের পেশি পীঠ সংলগ্ন করে পেটের মধ্যকার পেশীকে তুলে ধরা। পার্শ্ব নৌলিকি একই ভাবে করে পেটের দুই দিকের পেশীকে তুলে ধরা মূরনায় মানে নৌলিকি পেটের মধ্যকার পেশীকে তুলে একবার ডানদিক থেকে বাঁদিক পুনরায় বাঁ দিক থেকে ডানদিক। এই হল ষট্ কর্মের বিবরণ।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয় আপনার নিকট আমার আবেদন এই যে, রিভান রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড রেজিষ্টার্ড অফিস গ্রাম শাঁখারিপোতা, পোঃ সরশুনা,থানা মহেশতলা জেলা দঃ ২৪ পরগনা, কলকাতা –৬১–এর পক্ষে ডিরেক্টর আমি তাবিবুর আলি মোল্লা, পিতা কেতাব আলি মোল্লা গত ইং ০৫/০৪/১৭ তারিখে ২৬৭০/২০১৭ নং দলিল মূলে আমি পরেশ পাঁজা, দিনেশ পাঁজা, ভবেন পাঁজা–র নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত শুভজিত সরদার এর নিকট হইতে ৮০৭/২০১৬ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে খরিদ করিয়া বর্তমানে দখলে আছি। মৌজা–শাঁখারিপোতা, জে. এল. ৩৬, দাগ নং –২৮৬ খতিয়ান নং ৮৪, ৩৩৬,৩৩৭ ভুক্ত সমুহ সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য টি.এম. ব্লক অধীনস্থ বি.এল.অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আবেদন করিয়াছি সকলকে তাহা অবগত করিলাম।

তারিখ ০৩/০৭/২৪

বিনীত
ডিরেক্টর–তাবিবুর আলি মোল্লা
রিভান রিয়েল এস্টেট
ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

মিডডেমিলের পাশাপাশি পড়ুয়াদের পাতে পড়ল কাঁঠাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : স্কুলের পঠনপাঠন থেকে শুরু করে বছরের প্রায় প্রতিটি দিনই উজ্জ্বল সুন্দরবনের চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রীদের জন্মদিন ঘটা করে পালন করা হয় বিদ্যালয়ে।শীত পড়লে শুরু হয় পিঠে পুলি উৎসব,রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গ্রীষ্ম,বর্ষা কিংবা পুজোর দীর্ঘমেয়াদী ছুটিতে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে খোঁজখবর রাখেন। এমনকি পড়াশোনার বিষয়েও।বিদ্যালয়ের মিডডে মিলের মেনুতে প্রতিদিনই থাকে পরিবর্তন। কখনও মাছ, ডিম, কখনও বা পড়ুয়াদের পাতে পড়ে দই, মিষ্টি,চাটনি,পাঁপড় সহ রকমারী ফল।এমনকি বিদ্যালয়ের আঙিনায় কিচেন গার্ডেন রয়েছে। সেখান ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্যোগে মরশুমী ফসল ফলানো হয়। এমন অভিনব উদ্যোগ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি জানিয়েছেন, 'বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সন্তানসম।সমাজের বুকে তাদেরকে শিক্ষা দীক্ষায় বড় করে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়। ফলে তারা যাতে আনন্দের সঙ্গে পড়াশোনা করে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে আমাদের এমন কর্মযজ্ঞ। কারণ শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত প্রজন্ম।'

বিদ্যালয়ের এমন নিত্যনতুন উদ্যোগ প্রসঙ্গে অভিভাবকরা জানিয়েছেন, 'শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর সমাজগড়ার প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তায়। তাঁরা সমাজের রুপকার।চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষশিক্ষিকাদের এমন কর্মযজ্ঞকে প্রশংসা জানানোর জন্য কোন ভাষাই যথেষ্ট নয়।' উল্লেখ্য প্রত্যন্ত সুন্দরবনের চুনাখালি গ্রামপঞ্চেয়েতের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে হানা নদী।এলাকার অধিকাংশ মানুষজন কৃষিকাজ ও নদীতে মাছকাঁড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেকেই আবার ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন।এলাকার অধিকাংশ পরিবার তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের।নদীর তীরেই রয়েছে চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়।দিন আনা দিনখাওয়া পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী প্রর্যন্ত ২০৩ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।বিদ্যালয়ে রয়েছে ৭ জন শিক্ষক শিক্ষিকা।ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে সংসদ। যেখানে খুদে পড়ুয়ারা প্রধানমন্ত্রী,শিক্ষামন্ত্রী,খাদ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য পদে বহাল রয়েছে। প্রতিবছরই সংসদ পরিবর্তন হয়। স্কুলের সংসদ ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা মিলিত ভাবে সমস্ত বিষয় দেখাশোনা করেন। স্কুলের মান উন্নয়নের জন্য একাধিকবার পুরস্কার লাভ করেছে এই স্কুল।এমনকী শিক্ষাকে অভিনব উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি 'শিক্ষারত্ন' সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। সুন্দরবনের বুকে এমন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বিরল এবং নিদর্শনও বটে।

ক্রাইম ডেস্ক

পারিবারিক বিবাদে ২ মহিলা সহ জখম ৮

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সম্পত্তি নিয়ে পারিবরিক বিবাদে গুরুতর জখম হলেন উভয় পক্ষের ৮ জন। জখমদের মধ্যে দুই মহিলা রয়েছে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের রামামারি গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন সিদ্দিক, হাফিজুল, আইজুল, ইদ্রিশ, শওকাত, আরফাথ, লালজান ও মাসু লস্করজখমরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে রামামারি গ্রামে লস্কর পরিবারের মধ্যে ৪ কাঠা সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন বিবাদ চলছিল। এমনকী গ্রামে শালিসি সভাও বসেছিল।বুধবার সকালে ৪ কাঠা সম্পত্তি নিয়ে আবারও পারিবারিক বচসায় জড়িয়ে পড়ে লস্কর পরিবারের সদস্যরা। একে অপরকে বাঁশ,লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় উভয় পক্ষের ৮ জন।স্থানীয় প্রতিবেশীরা রক্তাক্ত অবস্থায় ৮-জনকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে জখমরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা প্রসঙ্গে একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ বারাসতে দুঃসাহসিক চুরি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: জয়নগরে সোনার দোকানের চুরির ২৪ ঘন্টার মধ্যে দক্ষিণ বারাসতের এক গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগর থানা এলাকায়। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে তাণ্ডব চালালো একদল দুষ্কৃতী। চুরি করে নিয়ে যায় সোনার গহনাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র। জয়নগর থানার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বারাসত রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা রেনুকা মণ্ডল। বয়স ৭৬ বছর,১৭ বছর আগে তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন। একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। সপ্তাহ খানেক আগে তিনি বাড়িতে তালা চাবি লাগিয়ে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ছিলেন। ৪ জুন দুপুরে বাড়িতে ফিরে বাড়ির দরজা জানলা খোলা। অল্পক্ষণেই তিনি বুঝতে পারেন, কেউ বা কারা তাঁর বাড়িতে ঢুকেছিল। এরপর তিনি একতলা ও দোতলার ঘরে ঢুকে দেখেন ২ ঘরেরই আলমারির পাল্লা খোলা, তছনছ ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র। দরকারি কাগজপত্র ফাইল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। লুট হয়ে গেছে সোনা দানা থেকে শুরু করে টাকা পয়সা সব কিছুই। বাড়িতে এসেই জিনিসপত্র ওলটপালট দেখে নাতিকে ফোন করেন তিনি, খবর পেয়েই ছুটে আসেন রেনুকা দেবীর নাতি সৌম্যদীপ মণ্ডল। দিদার কাছ থেকে সবকিছু শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জয়নগর থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে চলে আছে জয়নগর থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান জানালার রড কেটে বাড়ির মধ্যে ঢোকে দুষ্কৃতিরা। তারপরই দরজা খুলে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যায়। এদিনই বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের কাজ শুরু করেছে জয়নগর থানার তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিকরা। তবে জয়নগর থানা এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়ে চলায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড, মৃত দুই আশঙ্কাজনক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : নৃশংস হত্যাকাণ্ড বোলপুর মহকুমার রায়পুর সুপুর গ্রামপঞ্চায়েতের নতুনগীত গ্রামে মৃত দুই আশঙ্কাজনক এক। এযেন বগটুই গ্রামের ছায়া। নতুনগীত গ্রামের শেখ তুতার স্ত্রী রুপা বিবি,দুই পুত্র –আয়ান শেখ ও শেখ রাজকে নিয়ে সংসার। বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ছোটো ছেলেকে নিয়ে দম্পতি ঘুমিয়ে পড়ে। খোলা ছিল জানলা। জানলা দিয়ে ঘরে ছিটিয়ে দেওয়া হয় কেরোসিন ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে আর্তনাদ করে দম্পতি। তা শুনতে পায় শেখ রাজ। সে ছুটে ঘরে এসে দেখে দাউদাউ করে জ্বলছে লেলিহান শিখা। ৩জনকে উদ্ধার করে প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ছোটো ছেলে আয়ানের মৃত্যু হয়। বাবা শেখ তুতার মৃত্যু হয়। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে মা রুপা বিবি। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ।

মুরারই – কনকপুর রাজ্য সড়কের 'পথশ্রী' প্রকল্পের রাস্তা ফেটে চৌচির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হওয়ার ৬মাসের মধ্যে সেই রাস্তা ফেটে চৌচির। মুরারই ১নং ব্লকের মুরারই – কনকপুর রাজ্য সড়কের কনকপুর চৌমাথা মোড় থেকে মলয়পুর পর্যন্ত ২.১৫০ কিমি রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে নির্মিত হয়। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তাটি বর্তমানে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ জানানো হলেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই জেলা প্রশাসনের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তাটি যখন তৈরি হয় তখন ঢালায়ের পরেই রাস্তায় চিড় লক্ষ্য করা যায়। এই নিয়ে ঠিকাদারকে অভিযোগ জানানো হলে তিনি বলেন, জল দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। গ্রামবাসীরা জানান, একেবারে নিম্নমানের সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়েছে রাস্তাটি। ফলে ১বছরও হয়নি পুরো রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ফাটল ধরে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য কংক্রিট সিমেন্টের ঢালায় হলে কোনওভাবেই ওই রাস্তা ফাটল ধরতো না। এলাকায় অনেক ঢালাই রাস্তা রয়েছে একচুলও ফাটল ধরেনি। এই রাস্তা নির্মাণে

নিম্নমানের সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করে পুরো টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। কনকপুর মুসলিম পাড়ায় নিমতলা মোড়ে একটি কার্লভাট অসম্পূর্ণভাবে পড়ে রয়েছে সেটা পরে হবে বলেছিল কিন্তু সেই কার্লভাট আজও করা হয়নি অথচ রাস্তার কাজ শেষ দেখিয়ে ঠিকাদার পুরো টাকা তুলে নিয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা জানান, রাস্তা তৈরির আগে ঠিকাদার গ্রামবাসীদের নিয়ে আলোচনার সময় বলেছিল রাস্তাটি যদি একবছরের মধ্যে কোনও জায়গা ফেটে যায় তাহলে নতুন করে ঢালায় করে দেওয়া হবে কিন্তু রাস্তাটি ফেটে গেলেও মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেই সেই ঠিকাদারের। মুরারই ১নং ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং জেলাশাসককে অভিযোগ জানান গ্রামবাসীরা। কোনও তদন্ত হয়নি আজ পর্যন্ত। এখন ওই রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। ডুমুরগ্রাম, বালিয়াড়া, মলয়পুর হয়ে কনকপুর– মুরারই মেন রোড়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রাস্তাটি। ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের মলয়পুর গ্রামের পড়ুয়ারা ওই রাস্তা দিয়ে কনকপুর হাইস্কুলে পড়াশুনা করে। ওই এলাকার মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে ব্যাঙ্ক,ডাকঘর, উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাটবাজার করতে আসে কনকপুর গঞ্জে। গ্রামবাসীদের দাবি রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করা না হলে এই বর্ষায় চাষের সময় ট্রাক্টর ও বালি পাথরের গাড়ি চলাচল করলে আরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তার কারণ ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত বালি ও পাথরের ওভারলোড ট্রাক্টর চলাচল করে অথচ সেখানে সাইনবোর্ডে লেখা আছে ৮ টন ছাড়া ওভারলোড গাড়ি সেই রাস্তায় চলানো নিষেধ। রাস্তাটি তৈরি করেছে এএম কনস্ট্রাকশন। ওই রাস্তা তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে ৯৩,৩৮,১৫০ টাকা। দৈর্ঘ্য ২.১৫০ কিমি। এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালের ৫ এপ্রিল। কাজ শেষ হয়েছে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর। বাস্তবায়নকারি সংস্থা ম্যাকিনটোপ বার্ণ লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)। রাস্তা তৈরি হওয়ার পর তাদের টিকিও পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

সমবায় দুর্নীতি কাঠগড়ায় অনুব্রত ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিনপাই লেবার কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সমবায় সমিতিতে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার গরমিল ধরা পড়েছে। ২৭শে জুন সমবায় আইনের ১৪০(১) ধারায় সমিতির বর্তমান ডিরেক্টর তথা প্রাক্তন সম্পাদক ভোলানাথ মিত্রের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারকে চিঠি দিয়েছে জেলা সমবায় সমিতির উপনিয়ামক প্রসেনজিৎ দে। ভোলানাথ মিত্র বীরভূম জেলা তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ২০০৮ সালে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিনপাই লেবার কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগে অস্থায়ী শ্রমিক, কর্মী নিয়োগ হতো এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে। বর্তমানে সদস্য ৫০ জন। ২০১০ সালে সমবায়ের বোর্ড গঠনের পর আর কোনো সাধারণ সভা হয়নি। দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি ভোলানাথ মিত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যাবহার করে দীর্ঘদিন সমবায়ে নির্বাচন করায়নি বলে অভিযোগ। ১৪ বছর ভোট হয়নি আর অডিট হয়নি ১১ বছর। বিভিন্ন অভিযোগ পেয়ে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তদন্ত করে সমবায় সমিতির জেলা দপ্তর তারপর ধাপে ধাপে অডিট করা হয়। আর তাতেই ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার গরমিল ধরা পড়ে। খরচের কোনো বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। রেজিস্ট্রারের থেকে নির্দেশ পেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে সমবায় সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে। গরু পাচার মামলায় ২০২২ সালের আগস্ট মাসে বোলপুরের নিচুপট্টি বাড়ী থেকে তৎকালীন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের আগে ভোলানাথ মিত্রকে দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

সোনার দোকানে লক্ষাধিক টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সোনার দোকানে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ইদানীং বেড়ে চলেছে। বজবজে দিনে দুপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনার পরে এবারে রাতের অন্ধকারে জয়নগরে সোনার দোকানে চুরির ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। গত সপ্তাহে জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে জয়নগর রুপ অরুপ মঞ্চে এলাকার বিভিন্ন সোনার দোকানদার ও ব্যাংক কর্মীদের নিয়ে একটি সচেতনামূলক বৈঠক হয়। বারুইপুর এসডিপিওর তরফেও সোনার দোকানে চুরি ও ডাকাতি আটকাতে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়। আর তাঁর পরেও জয়নগরের মতন পৌরশহরে সোনার দোকানে চুরির ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তিলিপাড়া বাজার এলাকায় সাহিল জুয়েলার্স নামে একটি সোনার দোকানে ২ জুলাই গভীর রাতে বৃষ্টি চলাকালীন ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটে। জানা যায়, দোকানের ছাদের দরজা ভেঙে দোকানে চুরি করতে ঢোকে একদল দুস্কৃতি। দোকানের কয়েক লক্ষ টাকার সোনা রুপার গহনা নগদ টাকাসহ কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক চুরি করে পালায় দুস্কৃতিরা। ৩ জুন বেলায় দোকানে এসে দোকান খুলে দোকানের মালিক গোলাম রুশুল মল্লিক দেখেন দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে জয়নগর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ এসে সমস্ত কিছু খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন এব্যাপারে ওই দোকানের মালিক গোলাম রুশুল মল্লিক বলেন,আমি আমার দোকানে প্রতিদিন রাতে থাকতাম। ছেলে অসুস্থ থাকায় মঙ্গলবার রাতে দোকানে না থেকে বাড়িতে ছিলাম। আর ৩ জুন বেলার দিকে দোকান খুলে দেখি আমার দোকানের সোকেস, ড্রয়ার থেকে সোনার ও রুপোর গহনা ও নগদ ৭ হাজার টাকা চুরি হয়ে গেছে। আনুমানিক ৪–৫ লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে বলে আমার প্রাথমিক অনুমান। এছাড়া সিসিটিভির ফুটেজ নস্ট করার জন্য কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক চুরি করে নিয়ে গিয়েছে তাঁরা। আমার দোকানের সিন্দুকটা ভাঙার চেষ্টা করে অবশ্য তাঁরা বিফল হয়েছে। সিন্দুকটা অক্ষত আছে। আমি এব্যাপারে জয়নগর থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। আশা করছি দ্রুত এই চুরির কিনারা করে দেবেন জয়নগর থানার তদন্তকারী আধিকারিকগণ।

আমতার স্কুলে স্বয়ংসিদ্ধা ও সাইবার ক্রাইম সচেতনতার পাঠ

দীপংকর মান্না : ২ জুলাই হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের উদ্যেগে আমতা থানার ব্যবস্থাপনায় আমতা পীতাম্বর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি ও সাইবার ক্রাইম সচেতনতার পাঠ।প্রথম পর্বে ছাত্র ছাত্রীদের কিভাবে নারী পাচার হয়, নাবালিকা বিয়ের নানা ক্ষতিকারক দিক, ছাত্র ছাত্রীদের স্বাবলম্বী ও এই সংক্রান্ত সচেতনতার নানা দিক তুলে ধরে হয়। এই বিষয়ে শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহন করেন আমতা সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ অনিল সাউ ও আমতা থানার ওসি অজয় কুমার সিং।উভয় বক্তাই ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা, শিক্ষক শিক্ষিকা সহ মা–বাবার কথা শোনার ওপর বিশেষ জোর দেন। দ্বিতীয় পর্বে ছাত্র ছাত্রীদের নানা সাইবার অপরাধ ও তার সুরক্ষার কথা তুলে ধরেন গ্রামীণ পুলিশের একদল সাইবার বিশেষজ্ঞ। উপভোগ্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। সচেতনতার এই পাঠ দেওয়ার জন্য পুলিশ বিভাগকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বাসন্তিতে জেলা কিষাণ কংগ্রেস সম্মেলন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ক্ষেতমজুর ও কৃষিকাজ নিযুক্ত মজুরদের নিয়ে গঠিত কিষান কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির বার্ষিক সম্মেলন ২৩ শে জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তি থানায় ভাঙ্গনখালিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় চারশত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। সারাদিন ধরেই সম্মেলন চলে এবং সম্মেলন থেকে কিষাণদের স্বার্থের পরিপন্থী ছটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলন প্রথমে পরিচালনা করেন দক্ষিণ ২৪ পয়গনা জেলা কিষাণ কংগ্রেসের সহসভাপতি শ্রী নারায়ন চন্দ্র নস্কর ও পরে মূল সভাপতি শ্রী সুবোধ দাস। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় এমএলএ শ্রীপঞ্চানন সিংহ। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সাধারন সম্পাদক শ্রী সৌগত রায় প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে প্রকাশ্য সম্মেলন শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকটি মিছিল সভায় আসে। সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কিষাণ কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রী পঞ্চানন সিংহ এমএলএ। সভায় কিষাণদের ন্যায় সম্মত দাবী আদায় ও তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দো– লনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী সৌগত রায় ও সুবোধ দাস। কিষাণ কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক শ্রী আলিউর সমাগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। সর্বশ্রী সত্যচরন নাগ, দীপক বস্তু ভাস্কর রায়, বিনয় গাঙ্গলী, অনাথ দুলুই, প্রমুখ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

৮ম বর্ষ, ৬ জুলাই ১৯৭৪, শনিবার, ২৯শ সংখ্যা, ২১ই আষাঢ়, ১৩৮১

সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ দেখলেন একদল পর্যটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : কথায় আছে বাঘের দেখা আর সাপের লেখা। কপালে না থাকলে হবে না। এবার সেই কপালের সৌভাগ্যে বর্ষাকালে সুন্দরবন ভ্রমণে পিয়ে বাঘ দেখে আবেগে উচ্ছ্বাসিত হলেন একদল পর্যটক। বুধবার দুপুর ২ নাগাদ পর্যটক দলটি যখন দেউলভরানী নদী দিয়ে জঙ্গলের অপরুপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জলযানে করে যাচ্ছিলেন, তখনই সুন্দরবনের দেউলভরানীর গহীণ জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে জঙ্গল সংলগ্ন দেউলভরানী নদীর তীরে। পরে নদীখাঁড়িতে নেমে সাঁতার দিয়ে পারাপার হয়ে গহীণ জঙ্গলে চলে যায়। জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থেকে সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছিলেন অলক দাস, সোমা দাস, রোহন দাস। তাঁদের সাথে ছিলেন ঝড়খালির মা লক্ষী হোমস্টের সুদর্শন পাইন ও শঙ্কর দাস। এদিন এই পর্যটক দলটি ঝড়খালি থেকে জলযান 'মা–অমেলা' চেপে সুন্দরবন বেড়ানোর জন্য বেরিয়েছিলেন। বুধবার ২ নাগাদ পর্যটক দলটি যখন দেউলভরানী নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সুন্দরবনের দেউলভরানী জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। সাঁতার দিয়ে দেউলভরানী নদী পার হয়ে অপর পারে জঙ্গলে চলে যায়। আচমকা সুন্দরবন ভ্রমণে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কে দেখতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন পর্যটক দলটি। পাশাপাশি সেই মুহূর্তের দৃশ্য মোবাইল বন্দি করেন তাঁরা।

ঘটনা প্রসঙ্গে পর্যটক অলক দাস জানিয়েছেন, ফ্যামিলি নিয়ে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাঘ দেখতে পাবো স্বপ্নেও ভাবিনি। স্বচক্ষে সুন্দরবনের 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' কে দেখে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছি। আবারও সুন্দরবন ভ্রমণে আসবো।

বাঘ–কুমিরের আক্রমণ, তবু মাছ কাঁকড়া ধরার আশায় আদিবাসী সমাজ

রবিন দাস, পাথরপ্রতিমা : সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা পাথর প্রতিমার জি প্লট, যেখানে শুধু ছোট্ট একটি গ্রাম সত্য দাসপুর প্রায় ৯০% আদিবাসীর বাস।এই গ্রামে বাস করে প্রায় ৩০৪টি পরিবার, জনসংখ্যা প্রায় ২০০০। এই পরিবার গুলির মহিলা এবং পুরুষ সংসার চালাবার জন্য নিত্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন জঙ্গলে কখনো মধু ভাঙতে, কখনো কাঁকড়া ধরতে আর কখনো বা মাছ ধরতে যেতেই হচ্ছে। আর সেই জঙ্গলে যাওয়াই হয়েছে কাল। কয়েক বছরের মধ্যে ২২ জনকে ধরেছে বাঘ এবং কুমিরে, তার মধ্যে মারা গেছে ১৪ জন, ৩ জন নিখোঁজ ৫জন বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাড়ি ফিরেছে, কাউকে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে ফিরিয়ে এনেছে স্ত্রী, কাউকে তার ভাই কাউকে আবার তার বাবা সঙ্গী সাথীরা। কিন্তু বাঘের কামড় খেয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে কেন ভাইয়েরা যায় জঙ্গলে জীবনে বাজি রেখে, এ প্রশ্নের উত্তর খুবই বেদনাদায়। এই আদিবাসী সমাজের মানুষদের অভিযোগ,

সরকার তাদের দিকে তাকাচ্ছে না যদি অবাক আদিবাসী সমাজের জন্য রয়েছে নানা রকম সুযোগ–সুবিধা, সে শুধু কাগজ–কলমে বাস্তবে তার উপায় হয় না, তাদের নামে কোন কিছু সরকারি ফান্ড এলে তাদের কাছে আসে না বিভিন্ন হাত গড়ে হাওয়া হয়ে যায় এমনকি বাঘের কামড়ে মৃত্যু হলে বা ক্ষতবিক্ষত হলে যে টাকা প্রতিশ্রুতি দিলেও সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না কেউ,বাধ্য হয়েই তাদের জঙ্গলে যেতে হয়। এইতো দুদিন আগে ১৩ বছরের নাবালককে ধরেছে কুমির, এখনো তার মৃতদেহ মেলেনি শুধু পেটের জ্বালায় মাছ ধরতে গিয়েই মৃত্যু হল, ৭ দিন আগে বাঘ তুলে নিয়ে গেল এখনো তার দেহ মেলেনি। আদৌ মিলবে কিনা তার ঠিক নেই। তবে এলাকার উপপ্রধান, শাসকদলের সভাপতি সহ এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সরকারিভাবে এদের প্রচুর সাহায্য করা হয়, সব সময় সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে, এরা কিন্তু অভ্যাসের দাস এরা কারোর কথা শোনে না যত ভালোভাবে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন এরা জঙ্গলে যাবেই। তবে দিনের পর দিন যেভাবে বাঘে–কুমিরের আক্রমণের মৃত্যু হচ্ছে আদিবাসী সমাজের মানুষের, তাদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য কি কেউ এগিয়ে আসবে না? এটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বাঘের মুখ থেকে ফিরল হরিপদ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি: সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে আহত ও নিহতের ঘটনা লেগেই আছে। এবারে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরলো সুন্দরবনের ১ মৎস্যজীবি। ২ জুন সুন্দরবনের কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক মৎস্যজীবি হরিপদ দাস ৩ জন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবনের সূর্যমনীর জঙ্গলে যায় মাছ ধরতে। ৩ জুন সকালে জঙ্গল থেকে ফেরার পথে সামনে থেকে আচমকা একটি বাঘ হরিপদর মুখের ওপর পড়ে তাকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁর সাথে থাকা সঙ্গীরা বাঘের সাথে লড়াই করে বাঘের মুখ থেকে হরিপদ দাস (৩৫)কে জীবিত অবস্থায়ই ফিরিয়ে আনে। বাঘটি আচমকা আক্রমনের ভয়ে মুখের খাবার ফেলে পালিয়ে যায়। আর এদিকে গুরুতর আহত হরিপদকে নিয়ে এসে প্রথমে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে

ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে স্থানাতরিত করা হয়। হরিপদয়ের বাড়িতে মা, বাবা, স্ত্রী ও একটি সন্তান আছে। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এবছর জানুয়ারি থেকে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা ৯ জন। সুন্দরবনের বাঘের আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর সেই সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহসম্পাদক মিঠুন মণ্ডল বুধবার বলেন, সুন্দরবনে বাঘের সাথে লড়াই করে জীবন জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের বহু গরিব মানুষ। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় আজ জীবন হাতে নিয়ে তাঁরা জঙ্গলে যাচ্ছে। আর ক্রমাগত ক্ষতির মুখে পড়ছে। আমাদের দাবি–১) চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব বিনামূল্যে সরকারি ভাবে করতে হবে। ২) গুরুতর আহতদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারির ২০১৮ সার্কুলাল অনুযায়ী ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৩) আহতদের সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সংসার চালানোর সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। না হলে এদের পাশে থেকে আমাদের আন্দোলন চলবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ৬ জুলাই – ১২ জুলাই, ২০২৪

ভণ্ডামি

সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে গুরু, সদগুরু ও তাঁদের নিকট আশ্রয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখা রয়েছে। কাকে সদগুরু বলে অভিহিত করা যায়, সবই শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এপ্রসঙ্গেঁ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে (১১/৩/২৯):

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ।।

'অর্থাৎ কেউ যদি আন্তরিকভাবে প্রকৃত আনন্দ লাভের অভিলাষ করেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে একজন সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সদ্গুরুর যোগ্যতা হচ্ছে যে, তিনি গভীরভাবে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন, এবং অন্যদেরও সেই সব সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম। যাঁরা জড় সুখ–সুবিধাকে অগ্রাহ্য করে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছেন, সেই ধরণের মহান ব্যক্তিদেরই যথার্থ সদ্গুরু বলে জানতে হবে।'

জড় জগতের মানবজীবনে যেমন গুরুর অভাব নেই তেমনই আবার ভক্তেরও অভাব নেই। কিন্তু কে প্রকৃত গুরু এবং কে প্রকৃত ভক্ত তা বাছাই করা শক্ত হয়ে যায় ভক্তির সঙ্গে ভণ্ডামির মিশেলে। এ জগতে বহু গুরু আছেন যারা তাঁর ভক্তদের কাছে নিজেকে ভগবান বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তার বদলে চায় আনুগত্য, অর্থ, বিলাসবহুল জীবন। দুর্বল মানুষের প্রশ্নহীন বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে লোক ঠকাতে এদের মন এতটুকুও কাঁপে না।

ভগবদগীতা এবিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে জীব কখনো ভগবান নয়, কখনো সে ভগবান হতেও পারবে না; সমস্ত জীবসত্তা ও ভগবান নিত্য স্বতন্ত্র, যদিও উভয়ে চিন্ময়, সেজন্য গুণগতভাবে উভয়েই এক। জীব ক্ষুদ্রচিদ্ অণু, তাই সূর্যের কিরণকণা যেমন সূর্যের মতো ধর্ম বিশিষ্ট হলেও স্বয়ং সূর্য নয়, তেমনি চিৎ–কণা জীব ভগবানের মতো চিদ্ধর্ম বিশিষ্ট হলেও পরিমাণগতভাবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ভগবদ্গীতায় এটাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে এমনকি মোক্ষ বা মুক্তিলাভের পরও জীব আত্মস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ভগবানে একীভূত হয়ে যায় না; প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বই শাশ্বত। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় যাঁর থেকে সবকিছু নিঃসৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন:

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাভাবসমন্বিতাঃ॥

'আমি জড় এবং চেতন জগতের সবকিছুর উৎস। সব কিছুই আমার থেকে প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যাঁরা শুদ্ধভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।(ভ.গী.–১০/৮)

এতদযোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

'আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। অতএব আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ।' (ভ.গী. ৭/৬)

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে ভোলে বাবার সৎসংঘে যাকে দেখা গেল সেও দেশের এক ভণ্ড বাবা। রোদচশমা পরা এই ব্যক্তির চাল চলন, ভোগ বিলাস বলে দেয় আজও ভারতে মানসিক , আর্থিক, সামাজিক ভাবে দুর্বল মানুষের অভাব নেই যারা সহজেই এইসব ভণ্ডামির শিকার হয়ে পড়ে। ভারতের আধ্যাত্মিক জগৎকে কলুষমুক্ত করতে এইসব ভণ্ড বাবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জরুরী। সঙ্গে ধর্মীয় প্রতারণা রুখতে সচেতন করতে হবে মানুষকে। এর জন্য নামতে হবে সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদেরই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

জল হতে বুদবুদের জন্ম হয়, চিত্ত হতে স্বতঃই কর্ম স্ফুরিত হয়, কিন্তু কর্মদ্বারা চিত্ত আবদ্ধ হলেও চিৎ কখনও কর্মসম্পৃক্ত হয় না। বীজ–অঙ্কুর–বৃক্ষ–পত্র–শাখা পরম্পরার মত হিরণ্যগর্ভা ব্রহ্মা হতে অসংখ্য জীব সমাকুল জগৎ প্রথমে সূক্ষ্মভাবে এবং পরে স্থূলরূপে বিস্তৃত হয়েছে। একক জীব নিজ নিজ বিচিত্র বাসনা অনুযায়ী বিচিত্র দেহ বৈচিত্র্য লাভ করে এবং সেই জীব নিজ কর্ম সংস্কার অনুযায়ী জন্ম–জীবন–মৃত্যু ভোগ করে চলে। চিত্ত, কর্ম ও দৈব হল চিৎস্পন্দন। চিৎস্পন্দনে জগৎ প্রবাহিত হয়েই চলেছে। ভোগ্য বস্তু, বিষয় সকলই মনোময়। মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে সেগুলি মনেই অবস্থান
করে। মন আবার সেই পরম কারণ হতে ভিন্ন নয়। দৃশ্য জগতের যাবতীয় ভেদ মনেরই কল্পিত বিষয়, তাই মন বিগলিত হলে বা নির্মূল হলে সেই ভেদ সমূহের অন্তর্ধান হয়ে অক্ষয় পরম সত্ত্বাই অবশিষ্ট থাকেন। আত্মাই যেহেতু একমাত্র সত্য, তাই সমস্ত অসত্য বিষয়ের উৎস মনের অবলোপনে সকল অসত্য বিষয় অরুপ্ত হয়ে একমাত্র সত্য আত্মাই প্রকাশিত থাকেন। সেই অবস্থায় ব্রহ্মা, জীব, মায়া, মন, কর্ম, কর্তা, জগৎ ইত্যাদি যে ভেদসমূহের আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়। একমাত্র সত্য আত্মা ভেদাতীত হয়ে আত্মাতেই নিমগ্ন থাকেন। চিত্ত ও জগৎ অনিত্য, তাই সেসব অসৎ। কিন্তু অজ্ঞজনেরা অনিত্য, অসৎ, কল্পনাপ্রসূত জগৎ এবং চিত্তকে সৎ মনে করে, এবং আত্মজ্ঞানের অভাবে পরম সত্তাকে অলীক ও অসৎ মনে করে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বৃক্ষরোপনে সাবধান !

এই গরমে অনেকেই বৃক্ষরোপণের শুভ উদ্যোগ নিয়েছেন যা বর্তমানে খুব দরকার তবে ইউক্যালিপটাস ও রেইনিট্রি থেকে সাবধান, এই গাছ পারতপক্ষে পরিবেশ ও অন্যান্য গাছ পালার ক্ষতি করে, তাই এই গাছ রোপন থেকে বিরত থাকুন

www.facebook.com/thecalcuttabuzz

সব দেখে চুপ করে থাকাও অপরাধ

প্রবীর নন্দী

লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী কলকাতায় এসে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে বলেছেন, একজন নাগরিকের অন্যতম কাজ হল তার রাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকারকে উত্যক্ত করা। ভারত সরকার নাগরিকদের সমালোচনার সুযোগ দেয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দারিদ্র, অনাহার, দেশভাগ জাতি দাঙ্গা, নির্যাতন, নানা ঘটনা, দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়েও গণতন্ত্রের সঙ্গে অবিচল থেকেছে ভারতবর্ষ। জনসংখ্যায় পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। বহু ভাষাভাষির দেশ। নানা জাত, ধর্ম। ধর্মে ধর্মে বিভেদ। এখন একটা দেশের মধ্যে কোথায়ও একটা নমনীয়তা আছে যা ভারতের একতা ও গণতন্ত্রকে লালন করে চলেছে। এতৎ সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই অসহিষ্ণু সরকারের দ্বারা ভারতের একতায় আঘাত লাগে। ধর্ম নিরপেক্ষতায় আঘাত লাগে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র বিশ্বের সমীহ আদায় করেছে, সেই গণতন্ত্র যদি বিঘ্নিত হয় তা দেখে চুপ করে থাকাও অপরাধ।

এখানে জার্মান যাজক, 'মার্টিন নিমোলার'এর কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি। নীরব থাকার কি বিষময় থাকা তিনি জীবনে ভোগ করেছেন

কবি লিখেছেন : প্রথমে ওরা কমিউনিস্টদের ধরতে এল/ আমি কিছু বলিনি/কেননা আমি কমিউনিস্ট নই/তারপর ওরা সোসালিষ্টদের ধরতে এল/আমি কিছু বলিনি/কেননা আমি সোসালিস্ট নই/তারপর ওরা ট্রেড ইউনিস্টদের ধরতে এল/আমি কিছু বলিনি/ কেননা আমি ট্রেড ইউনিয়নিস্ট নই/তারপর ওরা ইহুদিদের ধরতে এল/আমি কিছু বলিনি/কেননা আমি ইহুদি নই/তারপর আমাকে ধরতে এল/আমার হয়ে বলার জন্য তখন কেউ ছিল না/ কেউ না।

যাজক কবি নিমোলার একসময় নাৎসি বাহিনীর সমর্থক ছিলেন। ১৯৩০ এর দশকে নাৎসিদের আর সমর্থন করা যাচ্ছিল না।'না' এর কারণে নাৎসি কারাগারে আট বছর ভয়ানক যন্ত্রণার কারাজীবন। কারাজীবন থেকে মুক্তি পেলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের পরে।

আজ ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের মহা উৎসব চলছে। দলকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে যতরকমের পন্থা অবলম্বনের দরকার রাজনীতিকরা তা করে চলেছেন ন্যায়–নীতি, শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে।

শিষ্টাচারের তোয়াক্কা রাজনৈতিক দলগুলো আজকাল বিশেষ করে না। তাবড় নেতা থেকে পাড়ার পুচকে নেতার মুখে লাগাম পরাবে কে? কোনো রাজনৈতিক পতাকার তলায় আশ্রয় পেলেই

তার তর্জনী সোজা। কেবল সোজা নয়, উদ্যত তর্জনী আপনার নাক, চোখের সামনে প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান থাকবে। তখন আপনাকে কবি নিমোলারের মতো ভাবতে হবে। প্রতিবাদ করে জেলের ভাত খাবেন না চুপ করে সয়ে যাবেন । আজ 'আমরা' আছেন। কাল 'ওরা' হতে কতক্ষণ?

এই কথার উত্তর দিয়েছেন, আকালি দলের নেতা শিরোমণি আকালি দল (বাদল) পরমবংশ সিংহ রোমানা। রোমানা বলেন, এবার যদি 'ওরা' লক্ষ হয় পরের বার কিন্তু 'আমরা।' 'ওরা' তো অনেক রকমের হতে পারে।

ভোট এসেছে বৈতরণী পার হতে হবে। তাই 'আমরা' 'ওরা' বলে ধর্মভিরু মানুষদের ক্ষেপিয়ে তোলা। আমরা যাদের হাতে বিশাল দেশের ভার, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর জান–মালের রক্ষা, দেশের ভালো মন্দের রক্ষার দায় দিই, তারাই যদি সাম্প্রদায়িক বিভাজন করে ভোটের বৈতরণী পার হতে চায় তাহলে তাদের হাতে নানা ভাষাভাষি নানা ধর্মের ভারতবাসী কী করে সুরক্ষিত থাকবে?

সম্প্রতি রাজস্থানে ভোট চাইতে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতের কর্ণধার জনসভায় দাঁড়িয়ে অম্লান বদনে বলেন, প্রতিপক্ষের হাতে ক্ষমতা গেলে, আপনাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে, তাদের হাতে তুলে দেবে। যারা অনুপ্রবেশকারী, যাদের ঘরে ঘরে অনেক ছেলে মেয়ে, এমনকী আপনারে মা–বোনেদের মঙ্গলসূত্র বেহাত হতে পারে। এই রকম বিদ্বেষ ভাষণ সংখ্যা গুরুদের মাথাতেও নানা প্রশ্নেরও জন্ম দেয়।

ইদানিংকালের প্রিয় সব রাজনৈতিক দলের নেতারা। অপ–ভাষায় কথা বলে বিরোধী দলের নেতাদের আক্রমণ করতে সিদ্ধহস্ত। কেবল অরুচিকর ভাষা নয়, কথায়, ভাষায় একদল আর এক দলকে ভয় দেখাতেও দু'বার ভাবছে না। ভারতের গণতন্ত্র কি কোনও নেতার হাতে কাউকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে? না ভারতের সংবিধান তা দেয়নি। তারজন্য রয়েছে আইনি পথ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে হিন্দু মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা মানুষ আজও ভোলেনি। তাই সাধারণ ভারতবাসী সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি তেকে শত হাত দূরে থাকতে চায়। ভোট বড় বালাই, নেতাদের নানা মিছিল, বক্তৃতায়, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, জাতিধর্ম নির্বিশেষে কোন ভারতবাসী ভালো মনে নিচ্ছে না। জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসী চায় সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি বন্ধ হোক। আর বন্ধ হোক রাজনীতিবিদদের মুখ থেকে কুকথার বন্যা। সাধারণ মানুষ প্রায় শুনতে ভুলে গেছে যে তারা যাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে পার্লামেন্টে পাঠাবে, তাদের থেকে সাধারণ মানুষ ভাল কী পাবে?

সি পি আই নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভা ভোটের প্রচারে বলেছিলেন, রাস্তা তৈরি, জলের ব্যবস্থা করা একজন পার্লামেন্টের কাজ নয়। তাঁর কাজ সংসদে থেকে দেশের আইন প্রণয়ের, নীতিনির্ধারনে, বিতর্কে অংশ গ্রহন করা সেই তর্কে দেশের ও ভারতবাসির স্বার্থরক্ষা করা। দেশের নীতি নির্ধারণে কেবল সরকার পক্ষ নয়, বিরোধীদের ভূমিকাও অপরিসীম। বর্তমান ভারত সরকারের দ্বারা সংসদে আইন বা নীতি প্রণয়নে বিরোধীদের বিতর্কে সমান সুযোগ না দিয়ে, সংসদে সংখ্যাগুরুর জোরে বিনা বিতর্কে অনেক আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার নজির রয়েছে। এসব কখনও সুস্থ গণতন্ত্র হতে পারে না।

গণতন্ত্রে অধিকারের দৌলতে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ সাংসদ হলে আসন পেলে, হয় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ হবে, অথবা অশিক্ষিত সাংসদদের সংখ্যার জোরে, কিছু সাংসদ দাদাগিরি করার লাইসেন্স পাবে ৫ বছরের জন্য। সাংসদেরা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে তাদের জ্ঞানের প্রসার হতে পারে না। বিশাল ভারতবর্ষ, বহু ভাষাভাষির দেশ, জটিল সংবিধান, এসব বিষয়ে নূন্যতম জ্ঞান থাকতে হলে অবশ্যই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। এ কথাগুলো সত্যি না বললেই।

সদ্য প্রাক্তন এম পি 'অভিমানী' সুনীল মণ্ডলের দাবি

'..কিন্তু, ডিউটিটা ঠিকঠাক করেছি, নিজের কাজের কোনও গাফিলতি ছিল না'

দেবাশিস রায়

সদ্য প্রাক্তন হয়েছেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের এম পি তথা সংসদ সদস্য সুনীলকুমার মণ্ডল।তাঁর জায়গায় এবারে নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার।কিন্তু, টানা দশ বছরের এম পি সুনীলকুমার মণ্ডলকে ঘিরে জনমানসে এখনও কিছু কিছু কৌতূহল রয়ে গেছে।তিনি বিগত পাঁচ বছরে এম পি ফান্ডের কত টাকা পেয়েছেন? সেই সময়ের মধ্যে তাঁর এলাকার উন্নয়নে কত টাকা খরচ করতে পেরেছেন? তাঁর গৃহীত প্রকল্পগুলি কোন অবস্থায় রয়েছে? এখন তাঁর সময় কীভাবে কাটছে? তিনি কি এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে আছেন নাকি; 'অভিমানী' সুরে দলের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন?...এরকমই অসংখ্য প্রশ্ন এই মুহূর্তে জনমানসে ঘুরপাক খাচ্ছে।মঙ্গলবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ে বাড়িতে বসেই সুনীলকুমার মণ্ডল প্রসঙ্গক্রমে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে বললেন, একটা পদে ছিলাম।কাজ করার দরকার ছিল কাজ করেছি।কিন্তু, ডিউটিটা ঠিকঠাক করেছি, নিজের কাজের কোনও গাফিলতি ছিল না।তিনি তাঁর সংসদীয় মেয়াদে এলাকা উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে নিজেকে একশো শতাংশ সফল বলেও দাবি করেছেন।তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ২০১১ সালে রাজ্যে ৩৪ বছরের বাম জমানার অবসান ঘটেছিল।তারপর ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস বিপুলভাবে এরাজ্যে সাফল্য লাভ করেছিল।সেবার বাম শিবির থেকে নিয়ে আসা এই সুনীলকুমার মণ্ডলকে তুরুপের তাস করে 'লালদূর্গ' বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে জয়পতাকা ওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস।২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তিনিই ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী।সেবার সুনীলকুমার মণ্ডল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী পরেশচন্দ্র দাসকে ৮৯,৩১১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ের মালা পরেছিলেন।বিদায়ী সংসদ সদস্য সুনীলকুমার মণ্ডলের মোট প্রাপ্ত ভোট ছিল ৬,৪০,৮৩৪ (৪৪.৫২%) এবং বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন ৫,৫১,৫২৩ (৩৮.৩২%) ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসের

প্রাপ্ত ভোট ছিল ১,৭৫,৯২০ (১২.২২%)। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতোই বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রেও বামেদের ভোট গেরুয়া শিবিরের দিকে ব্যাপকভাবে চলে যাওয়ার সুফল এবারেও ভোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।এবারে কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুনীলকুমার মণ্ডলকে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেনি।তিনি প্রথমে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক ছিলেন।সেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে। তারপর ২০২০ সালে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপি শিবিরে যোগদান।কিন্তু, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে তিনি ক্ষমাভিক্ষা করে পুণরায় তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসেন।এভাবে পরপর দল পাল্টানোয় একসময় জনমানসে তিনি 'দলবদলু' রূপে পরিচিত হতে থাকেন্।এনিয়ে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্য অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।তাঁর পরিবর্তে ডাঃ শর্মিলা সরকার এবারে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে জোরদার ত্রিমুখী লড়াইয়ের আবহে এক লক্ষ বাষট্টি হাজারেরও বেশি ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারকে পরাজিত করেছেন। বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্র রয়েছে কাটোয়া, কালনা, পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, জামালপুর, মেমারী এবং রায়না।কাটোয়া, কালনা, দাঁইহাট, মেমারী পুরসভা এই কেন্দ্রে রয়েছে।তারমধ্যে কাটোয়া এবং কালনা প্রাচীন মহকুমা শহর।রাজ্যের মধ্যে সার্বিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রটি।সেইকারণে এই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বছরভর জনপ্রতিনিধিদের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেই হয়।চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে শিক্ষা, ব্রিজ থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ পরিষেবা সহ হাটবাজার, কৃষি, পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়ণে এলাকার এম পি নানাভাবে জড়িয়ে থাকেন।রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রকের অধীনস্ত রেল ও সড়ক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এলাকাবাসীর সুবিধার্থে স্থানীয় এম পি'কে নানাবিধ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। সুনীলকুমার মণ্ডল ২০১৪–২০২৪ পর্যন্ত দশ বছরের সংসদীয় মেয়াদকালে ব্রিজ ও রাস্তা নির্মাণ সহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। সেসবের বেশিরভাগই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু প্রকল্প শেষের মুখে।সুনীলকুমার মণ্ডল বলেন, আমি ২০১৯ সাল থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদ পর্যন্ত আমার এম পি ফান্ডবাবদ মোট ১৭ কোটি টাকা পেয়েছি।উন্নয়নে সবটাই খরচ করতে পেরেছি।এছাড়াও আমি কেন্দ্রের পাওয়ার এনার্জি কমিটি থাকাকালীন সেখান থেকে দশ হাজার কোটি টাকা এরাজ্যে এনে দিয়েছি।এরই পাশাপাশি তিনি বলেন, এখন পরিবারের সঙ্গে খুব আরামেই সময় কাটাচ্ছি।চাষ, জমি, পুকুর, বাগান এসব নিয়েই আছি।তবে, কিছুটা অভিমানের সুরেই এবং ঢোক গিলে তিনি জানালেন, এখনও দলের সঙ্গেই আছি।দল যদি মনে করে আমার প্রয়োজনীয়তা আছে থাকব।আমিতো এবারে ইলেকশনে কোথাও প্রচারে ছিলাম না।দল আমাকে অনেক দিয়েছে।দলের কাছে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।এদিকে, হাওড়া–কাটোয়া রেলপথে কাটোয়া স্টেশনে ঢোকার মুখে একটি উড়ালপুলের দাবি দীর্ঘদিনের।এখানে একটি রেলগেট থাকায় দিনের ব্যস্ততম সময়ে বহুবার যানবাহন, অ্যাম্বুলেন্স সহ পথচারীদের দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকতে হয়।এককথায় এটা শহরের একটা বড়ো সমস্যা। এই উড়ালপুলের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একাধিকবার রেল দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণও করা হলেও তার কোনও সুরাহা না হয়নি। এবার এই দাবির প্রেক্ষিতে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ শর্মিলা সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে যানবাহন চালকরা।

'সম্পূর্ণতা অভিযান'এর সূচনা করছে নীতি আয়োগ

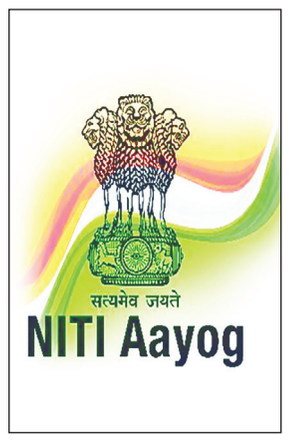

নতুন দিল্লি, ০৩ জুলাই, ২০২৪ নীতি আয়োগ তিনমাস ব্যাপী 'সম্পূর্ণতা অভিযান'–এর সূচনা করছে। এর লক্ষ্য উন্নয়নকামী জেলা কর্মসূচি এবং উন্নয়নকামী ব্লক কর্মসূচির আওতায় ৬টি সূচকের প্রশ্নে সম্পৃক্তি। এই পর্বে ১১২টি জেলায় এবং ৫০০টি ব্লকে কাজ চলবে।

ব্লক পর্যায়ে যে ৬টি সূচকের ওপর কাজ হবে সেগুলি হল : ১. প্রসবের আগে পরিচর্যা কর্মসূচিতে নিবন্ধীকৃত প্রসূতির শতাংশ । ২. ডায়াবেটিসের পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির শতাংশ । ৩. হাইপারটেনশনের পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির শতাংশ । ৪. আইসিডিএস কর্মসূচির আওতায় পরিপূরক পুষ্টি বিধান হচ্ছে এমন প্রসূতির শতাংশ । ৫. প্রদত্ত সয়েল হেল্থ কার্ড–এর শতাংশ । ৬. রিভলভিং ফান্ড–এর সুবিধা পেয়েছে এমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শতাংশ ।

জেলা পর্যায়ে যে ৬টি সূচকের ওপর কাজ হবে সেগুলি হল : ১. প্রসবের আগে পরিচর্যা কর্মসূচিতে নিবন্ধিকৃত প্রসূতির শতাংশ । ২. আইসিডিএস কর্মসূচির আওতায় পরিপূরক পুষ্টি বিধান হচ্ছে এমন প্রসূতির শতাংশ। ৩. সম্পূর্ণভাবে প্রতিষেধক প্রাপ্ত ৯ থেকে ১১ মাসের শিশুর শতাংশ। ৪. প্রদত্ত সয়েল হেল্থ কার্ড–এর শতাংশ । ৫. মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যুৎ সংযোগ সমৃদ্ধ বিদ্যালয়ের শতাংশ। ৬. শিক্ষা বর্ষ শুরু হওয়ার ১ মাসের মধ্যে শিশুদের পাঠ্য বই দিয়ে থাকে এমন বিদ্যালয়ের শতাংশ ।

এই কর্মসূচির আওতায় জেলা এবং ব্লক স্তরে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছে নীতি আয়োগ সেগুলি হল : ১. জেলা এবং ব্লক স্তরে ৩ মাস ব্যাপী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ। ২. প্রতি মাসে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ।৩. মানুষের আচরণগত পরিবর্তন এবং সচেতনতার প্রসার । ৪. ক্ষেত্রীয় স্তরে নজরদারি চালাবেন জেলা আধিকারিকরা। এই কর্মসূচি সার্থক করে তুলতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং দপ্তর, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে নীতি আয়োগ।

অস্ট্রেলিয়া–ভারত গবেষণা তহবিল কর্মসূচির ফল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ০৪ জুলাই, ২০২৪ কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, ভূ–বিজ্ঞান দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, পরমাণু শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং অস্ট্রেলিয়া — ভারত কৌশলগত গবেষণা তহবিল কর্মসূচির পঞ্চদশ পর্যায়ের ফল ঘোষণা করলেন। অস্ট্রেলিয়া — ভারত কৌশলগত গবেষণা তহবিল কর্মসূচি (এআইএসআরএফ)–র লক্ষ্য হ'ল দু'দেশের মধ্যে গবেষণা সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা। এ বছর এই প্রকল্পের আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈব প্রযুক্তি, শহরাঞ্চলে খনন, বৈদ্যুতিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, অতি সুলভ মূল্যে সৌর ও পরিবেশ–বান্ধব হাইড্রোজেন প্রযুক্তি সংক্রান্ত ৫টি উদ্যোগে অর্থ সহায়তা করা হচ্ছে। ডঃ সিং , গবেষণা ও উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অস্ট্রেলিয়ার শিল্প ও বিজ্ঞান মন্ত্রী এড হিউজিক জানান, এই দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গত ১৮ বছরে ৩৬০টিরও বেশি গবেষণা প্রকল্পে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ভারতের যেসব সংস্থা এক্ষেত্রে সহায়তা পাচ্ছে, তারা হ'ল — পাঞ্জাব রিমোট সেন্সিং সেন্টার (লুধিয়ানা), আইআইটি দিল্লি, আইআইটি বম্বে, আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর এবং অ্যাবজেনিক্স লাইফ সায়েন্সেস্ প্রাইভেট লিমিটেড (পুণে)।

পাঠকের কলমে

মান্দারিয়া খালে বিপদজ্জনক ভাঙা পোল

হাওড়া আমতার মান্দারিয়া খালে হরিশপুরের কাছে দেখা যায় এক ভাঙা ঢালাই পোল ।পোলটির লোহার পাত নষ্ট হয়েছে, হেলে গিয়েছে ঢালাই থাম,উঠে গিয়েছে কংক্রিটের চাঙর। এভাবেই পোলটি গত ১০–১২ বছর ধরে বিপদজ্জনক ভাবে খালে ঝুলে আছে।খালের দু'দিকে নেই কোন সতর্কবার্তা।যেকোন দিন পোলটি হুড়মুড়িয়ে পড়ে গিয়ে ভয়ংকর বিপদ দেখা দিতে পারে। অপরিচিত কেউ জল ভরা খালে নৌকা বা ডিঙিতে যাতায়াত করলেও দেখা দিতে পারে বিপদ। ভাঙা পোলের পাশেই নতুন ঢালাই পোল তৈরি হলেও, বিপদজনক পোল নিয়ে সেচ ও জলপথ দফতর উদাসীন। অবিলম্বে খাল থেকে বিপদজ্জনক পোলটি সরিয়ে খাল পথ উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হোক।

দীপংকর মান্না

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের বিকশিত ভারত প্রকল্পে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : গত ৫ জুলাই ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের লায়ন্স ক্লাব অফ ম্যাগনেটে সংগঠনের সদস্য ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে তপসিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিকদের নিয়ে গঠিত কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের বিকশিত ভারত প্রকল্পে নতুন দিশা ঘোষণা করলেন সংগঠনের সম্পাদক সৌমেন কোলে। সৌমেনবাবু জানালেন , নানা বন্ধুর পথ পেরিয়ে সোনার বাংলা গঠনের প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করতে কৃষি বিকাশের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের একটি সম্ভাবনাময় দিগন্ত উন্মোচন করা। ইতিমধ্যেই সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট এর স্বীকৃতি মিলেছে গত ২০২৩ এর ২৩ আগস্ট।

এই মুহূর্তে বৈদেশিক বাজারে প্রবল চাহিদাপূরণে কাঁকড়া ও চিংড়ি সম্পূর্ণ জৈব উপায়ে চাষ সহ পাঁচটি প্রকল্প দিল্লির সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেওয়া হয়।প্রত্যেকটি প্রকল্প বিজ্ঞানসম্মত ও খরচ কম হওয়ায় আদর্শ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে যেসব গৃহবধূ কাঁকড়া মীন ও চিংড়ি মীন সংগ্রহ করেন তাঁদের কাছ থেকে মীন কিনে একদিকে যেমন তাঁদের আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভব হবে তেমনি সংগঠিত প্রয়াসে তাঁদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে এই সংগঠন বিজ্ঞানসম্মতভাবে মীন প্রতিপালন করে বিক্রয়ের উপযোগী করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সঙ্গে থাকছে সিঙ্গী মাছ ও হাঁস প্রতিপালন। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিকাশ কুমার মণ্ডল, হিন্দোল চট্টোপাধ্যায়, মৃদুল তরফদার, বিপ্লব রায়, শুভঙ্কর বিশ্বাস প্রমুখ। প্রত্যেকেই সংগঠনের সম্পাদক সৌমেন কোলের যোগ্য নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের তান্ডবে জখম বিজেপি নেতার একরত্তি মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোট পরবর্তী সময়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের হাতে গুরুতর জখম হল বিজেপি নেতার বছর সাড়ে ছয় বছরের একরত্তি মেয়ে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা পঞ্চায়েতের ২ নম্বর চড়াবিদ্যা গ্রামে।ইতিমধ্যে মঙ্গলবার দুপুরে আক্রান্তের পরিবারের সদস্যরা বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও অভিযুক্তদের আটক কিংবা গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

স্থানীয় সুত্রে খবর, ২ নম্বর চড়াবিদ্যা গ্রামের ষষ্ঠী মণ্ডল স্থানীয় বিজেপির শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ। ভোট পরবর্তী সময়ে বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা তাকে হুমকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। সোমবার দুপুরে আচমকা ৪ জন লাঠি, লোহার রড নিয়ে ওই বিজেপি নেতার বাড়িতে চড়াও হয় মারধর করার জন্য।বিজেপি নেতা ষষ্ঠী কোনওরকমে পালিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দেয়। সেই সময় বাইরে দাঁড়িয়েছিল বিজেপি নেতার ছোট্ট মেয়ে। অভিযোগ দুষ্কৃতিরা তাকে মারধর করে লোহার গ্রীলের গায়ে মাথা ঠুকে দেয়।ঘটনায় ওই ক্ষুদের ডান চোখে মারাত্মক আঘাত লাগে।পরে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে গেলে পরিবারের লোকজন ওই ক্ষুদেকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ষষ্ঠী মণ্ডল। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হুল দিবস উদযাপন সর্বত্র

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : ৩০ জুন সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও যথাযথ মর্যাদায় হুল দিবস উদযাপিত হল। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র এদিন লক্ষ লক্ষ আদিবাসী সম্প্রদায় কৃতজ্ঞচিত্তে ভারতের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী সিধু, কানু, বীরসা মুণ্ডাদের স্মরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেইসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তথা আদিবাসী নেতা দেবু টুডু, প্রমুখ। এদিন বর্ধমান শহরে কার্জন গেটের সামনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি বড়সড় জমায়েত হয়েছিল। সিপিএমের গণসংগঠন কাটোয়া ২নং ব্লকের নন্দীগ্রামের আদিবাসী মহল্লায় প্রতিবারের মতোই এদিন একটি সভার আয়োজন করেছিল। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কাছে হুল শব্দের অর্থ বিদ্রোহ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরাট অবদান রয়েছে। পরাধীন দেশে ইংরেজ শাসকদের পাশাপাশি এদেশীয় জোতদার জমিদারদের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসীরা জোটবদ্ধভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সেই সম্মিলিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসীরা সশস্ত্র লড়াই শুরু করেছিল ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে হুল দিবসের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আজও এদিনটি দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

বাজারে আগুন

প্রথম পাতার পর

শ্রমিকের সমস্যা এবং রাসায়নিক সারের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির কারণে অনেকেই চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। সামান্য যেটুকু উৎপাদন হয়েছিল তা অকাল বর্ষণে নষ্ট হয়ে যাওয়াতেই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। নতুন করে উঁচু জমিতে এখন যে সমস্ত চাষ হচ্ছে তা বাজারে আসতে আসতে আরো ১৫–২০ দিন লেগে যাবে। তাই এখনই বাজারের মূল্য কমছে না। অত্যধিক গরম পড়ায় অনেক মুরগির বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই মুরগির মাংসের দামও ক্রমবর্ধমান। একটু আবহাওয়া ঠান্ডা হলে মুরগির মাংসের দাম ধীরে ধীরে কমবে। তবে আলুর মূল্য বৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে তা প্রায় অস্বাভাবিক। এব্যাপারে রাজ্য সরকারকে এখনই হাল ধরা উচিত। পেঁয়াজের মূল্য ৪৫ টাকা কিলো ছাড়িয়ে গেছে।

হকার উচ্ছেদ ঘিরে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর

প্রথম পাতার পর

আমরা সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও খাদ্যমন্ত্রীর আর্থিক সহযোগিতায় ৫২ টি দোকানকে পুনর্বাসন দিয়েছি। এখনও বাকি যারা দখল করে রয়েছেন তাদেরকেও সরিয়ে নেওয়ার জন্যে আবেদন জানিয়েছি।'অশোকনগর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন সিআইসি অনুপ রায় বলেন, 'অবৈধভাবে জায়গা দখল, পার্কিং জোন এবং প্রোমোটারি ব্যবসা সহ অন্যান্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এগুলো করা যাবে না। আমরা দেখলাম আমাদের এখানে যে হাইড্রেনের লে'আউটটা আছে, তার প্রায় ৫০ শতাংশ অবৈধ দখলদারদের দখলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭টি পুরসভাকেই নির্দেশ দিয়েছেন, এইসব অবৈধ দখলদারি জনস্বার্থে মুক্ত করার জন্য। আমরা এই মর্মে অভিযান শুরু করে দিলাম এটা বলতে পারি। আমি অনুপ রায় ১১ নম্বর ওর্য়াড থেকেই এই অভিযান শুরু করলাম। আর এজন্য আমার কাছে পুরসভার নির্দেশও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বনগাঁ পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, 'বনগাঁ পুরসভার পক্ষ থেকে আমরা মাইকিং করে জানাচ্ছি, যারা বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করে অনুমোদন ছাড়া ব্যবসা করেছেন, তাদেরকে অবিলম্বে জায়গা খালি করতে হবে। আমরা খুব শীঘ্র পুলিশ প্রশাসন, মহকুমা শাসক, পরিবহণ দপ্তর এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে আইনগত পদক্ষেপ করব।'

এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'সাধারণত হকাররাই যেকোনও মিটিং–মিছিলে রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার। এছাড়া পথচারিদের বিপদে আপদে তারাই অগ্রণী ভূমিকায় থাকে। এখানে যেমন বেকারত্ব প্রকট, তেমনই দারিদ্র প্রকট। কেউ শখে খোলা আকাশের নীচে হকারি করতে আসেন না। তাই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা অমানবিকতার নির্দশন। আজ নির্বাচনের পর কেন এই আক্রমণ। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর শহরের ভোট কমেছে, তাই এহেন প্রত্যাঘাত। তাই উনি এখন প্রতিশোধ তুলতে বুলডোজার নিয়ে মস্তানি করছেন।'

বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। পাশাপাশি একথাও বলতে চাই পুলিশ কমিশনারের কাছে, যে এই জবরদখল উচ্ছেদটা শুরু করা হোক কালীঘাট থেকে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী এবং তার পরিবার হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের অধিকাংশ সরকারি জমি দখল করে আছেন। আগে তিনি সেখানে উচ্ছেদ করে সাধারণ হকারদের উচ্ছেদে পদক্ষেপ করুন। কারণ আমি মনে করি, এই উচ্ছেদের পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। যেহেতু কলকাতা মিউনিসিপাল এলাকা সহ বিভিন্ন শহরতলি এলাকায় এবার তার ভোটপ্রাপ্তি কম হয়েছে তাই তাদের শায়েস্তা করার জন্যে তিনি এই আক্রমণ হানতে চাইছেন। আসলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভাবিত নন। তার কাছে রাজনীতিটাই সর্বস্ব।'

এ প্রসঙ্গে সিটু (সিআইটিইউ)–র উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক গার্গী চট্টোপাধ্যায় তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ভোটের আগে ডবল ডবল চাকরির প্রতিশ্রুতি আর এখন বুলডোজার। আমরা মনে করি উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি করে হকার বসিয়ে এখন তুলে দিলে হবে? ফলে পুনর্বাসন দিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে।'

সুন্দরবনের হস্ত শিল্পীদের পরিচয়পত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকার হস্তশিল্পীরা তাদের নিজস্ব পরিচয়পত্র পেল, কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনে ডেভলপমেন্ট কমিশন হ্যান্ডিক্রাফ্ট ও সুন্দরবনের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে ২৬ শে জুন সোসাইটির ট্রেনিং হলে সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হস্তশিল্পীদের হাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর সুদর্শন দাস আইডেন্টিটি কার্ড তুলে দিলেন। হস্তশিল্পীরা পরিচয় পত্র হাতে পেয়ে আনন্দিত। হস্তশিল্পী পুষ্প সেন ,রুপা অধিকারী, শোভা সাফুই, মিনারা গাজী, গৌর জানা সহ ১৩০ জন এই দিন পরিচয় পত্র পেলেন সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক এলাকা থেকে আশা হস্তশিল্পীরা। হস্তশিল্পী রুপা অধিকারী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান বহু বছর আমরা হাতের কাজ করছি কিন্তু আমাদের পরিচয়পত্র ছিল না। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি আমাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখিয়েছে, হাতের কাজ করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর। ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডিক্রাফ্টের উদ্যোগে এ ধরনের ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতাম না আজ খুব ভালো লাগছে। নিজেদের কাজের জন্য স্বীকৃতি পেলাম। ডেভলপমেন্ট কমিশন হ্যান্ডিক্রাফ্ট পূর্বাঞ্চল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুদর্শন দাশ বলেন দেশের পূর্বাঞ্চলের সমস্ত হস্তশিল্পীদের আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়ার উদ্যোগ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকায় হস্তশিল্পীরা যোগাযোগ করেননি। যার ফলে কিছুটা হলেও দেরি হয়ে গেছে। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি সুন্দরবন এলাকার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে হস্ত শিল্পীদের নিয়ে বেশ কয়েক বছর কাজ করে আসছে শ্রী দাস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লোকমান মোল্লাকে ভুয়োসি প্রশংসা করেন, তিনি বলেন লোকমান বাবু বহুবার দিল্লি এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে হস্তশিল্পীদের পরিচয় পত্র তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। হস্তশিল্পীদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনাদের হাতের কাজ শুধুমাত্র সুন্দরবন এলাকায় না।

সমগ্র দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে হস্তশিল্পীরা বছরে তিনবার দেশের মধ্যে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারে এ ব্যাপারে সমূহ ব্যবস্থা করবে ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডিক্রাফ্ট, অন্য ধারে অনলাইনের মাধ্যমে করা যেতে পারে পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা বলেন আমাদের দেশে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলির মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম, এখানে ধান চাষ ব্যতীত কর্মসংস্থানের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই ,সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় বহু হস্তশিল্পী আছে যাদের হাতের কাজে তৈরি পণ্য রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে দেশ ও বিদেশে যেতে পারে কেবলমাত্র যোগাযোগ প্রশিক্ষণ ও মূলধনের অভাবে হস্তশিল্পীরা মার খাচ্ছে। আমাদের সংস্থা কয়েক বছর ধরে হস্তশিল্পীদের নিয়ে কাজ করে আসছে প্রথমত হস্তশিল্পী হিসেবে পরিচয় পত্রটা অত্যন্ত প্রয়োজন বিধায়ক, ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডিক্রাফ্টের অফিসে একাধিকবার যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের হস্তশিল্পীদের পরিচয়পত্র তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হল ,আজ খুব ভালো লাগছে। যে আমাদের শিল্পীরা দেশের শিল্পীদের খাতায় নাম তুলতে পারল।

মরশুমের শুরুতেই ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্রবাজার আড়তে ঢুকল ইলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : মাছে ভাতে বাঙালির পাতে পড়তে চলেছে ইলিশ। মরসুমের শুরুতেই ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজারে ঢুকলো ৩ টন ইলিশ। ২ মাস ফিশিং বন্ধ থাকার পর ১৫ ই জুন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান মৎস্যজীবীরা। শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্রবাজার মাছ আড়তে প্রায় ৩ টন ইলিশ ঢুকেছে বলে জানানো হয় নগেন্দ্রবাজার মৎস্য আড়তদার সমিতির পক্ষ থেকে। পাশাপাশি মৎস্য আড়তদার সমিতির সম্পাদক জগন্নাথ সরকার বলেন, মরশুমের শুরুতেই জালে ইলিশ দেখা দিয়েছে। পরিমাণে কম হলেও ইলিশের সাইজ বেশ ভালো। ২মাস মাছ ধরা বন্ধ থাকার কারণে ভালো সাইজের ইলিশ ধরা পড়ছে। তবে অন্যান্য বছরের থেকে এবছর জালে ইলিশ পড়বে বলে আশাবাদী মৎস্যজীবি থেকে আড়তদাররা। জালে ইলিশ পড়লেই মধ্যবিত্তের নাগালে আসবে দাম। এখন বাজারে ১ কেজি ওজনের ইলিশের দাম ১৪০০ টাকা।

কড়িধ্যা পঞ্চায়েতে বিজেপির ধস

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পরে এবার কি সিউড়ি ১নং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত বিজেপির হাতছাড়া হচ্ছে? এমনই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বীরভূম জেলার রাজনৈতিক মহলে। গতবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিউড়ি ১নং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত দখল করেছিল বিজেপি। ১৭ আসনের মধ্যে বিজেপি ৯ এবং তৃণমূল ৮ আসন জিতেছিল। ১০ জুন কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা চুমকি দেবাংশী এবং ১৯০ নং বুথ সভাপতি সমীর অঙ্কুর সহ প্রায় ১৫০ জন বিজেপি কর্মীসমর্থক রবিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। দলবদলের ফলে কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে তৃণমূল সদস্য ১১ এবং বিজেপি সদস্য ৬ হল।

হেরিটেজ ভবনগুলির বেহাল দশা

প্রথম পাতার পর

আর সরকারি যে হেরিটেজ সম্পত্তি গুলো আছে, সেগুলি সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করছে। তবে হেরিটেজ ভবন ভেঙে বহুতল ভবন হয়ে যাচ্ছে বলে, যা বলা হচ্ছে, এটা সঠিক কথা নয় বলে জানান স্বপন সমাদ্দার। তিনি বলেন, কারণ হেরিটেজ রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি আছে। এদের কাছে কেউ যদি আবেদন করে যে গ্রেড – ওয়ান, গ্রেড – টু, গ্রেড – থ্রি এই তিনটি গ্রেড আছে। যদি 'পৌর হেরিটেজ কমিটি মনে করে বা তারা যদি অনুমতি দেন, তবে হেরিটেজ ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণ করতে পারে বা পেরে থাকে। আর যেগুলি সংস্কার করতে হবে, সেগুলি ক্ষেত্রেও পৌর হেরিটেজ কমিটির কাছে অনুমতি চাইলে, তা পাওয়া যাবে।

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, হেরিটেজ ভবন আমাদের কাছে একটা বহুমূলের সম্পদ। হেরিটেজ ভবন রক্ষা করতে গেলে একটা ফান্ড লাগে। কিন্তু বর্তমানে হেরিটেজ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক পরিবার মাথা চাপড়াচ্ছে। কেন তাদের পরিবারে এমন এক বিখ্যাত লোক জন্ম নিল যে, তাদের বাড়িটা হেরিটেজ ঘোষিত হল। কলকাতার খিদিরপুরে ৭৬ নম্বর ওয়ার্ডে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি প্রায় ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। ভাড়াটেতে ভর্তি। বারংবার কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে যাওয়া হচ্ছে। ওই বাড়ির মালিকও কয়েকটা ভাগে বিভক্ত। তারা সব বাড়িটাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে। সেটার রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করবে এই ভেবে। অথচ তারা বাড়িটাকে কাউকে দিতে পারছে না। কারণ হেরিটেজ রেখে বাড়িটার সংস্কার করতে হবে।

কিন্তু আমি শপথ নিয়েছি যে হেরিটেজ রক্ষা করবো। কিন্তু কলকাতার বহু জায়গায় এমন বাড়িও দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত গ্রাসের উদ্দেশ্যে একসময় বাড়িটি হেরিটেজ ঘোষিত হয়েছে। অথচ বাড়িটির কোনও 'হিস্টোরিক্যাল বা আর্কিওলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। কিন্তু কোনও ভবন হেরিটেজ ঘোষিত হয়ে গেলে, আদালতের অনুমতি ছাড়া হেরিটেজ ঘোষণাকে সরানো যায় না। জোর করে বাড়িটির নাম একসময় হেরিটেজ লিস্টে ঢোকানো হয়েছে। এবার বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে পরিবার মাথা চাপড়াচ্ছে। থাকার জায়গা কিছু নেই। বাড়িটি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। কিছু করতে পারছে না। ব্যক্তিগত বাড়ির মালিককে নিজের বাড়ি নিজের পয়সায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। কিন্তু বাড়িটি তো হেরিটেজ। ফলে ভাঙতেও পারবে না।

সেজন্য কলকাতা পৌরসংস্থা 'পৌর হেরিটেজ কমিটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আবার গ্রেডেশনের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি। অর্থাৎ এই বাড়িটির 'আর্কিওলজিক্যাল ভ্যালু কি আছে? কিংবা 'হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু কী আছে? তার ওপর বিশেষজ্ঞরা গ্রেডেশন ১, ২ বা ৩ দেবেন। ইচ্ছার ওপর গ্রেডেশন করা হবে না। কলকাতার খিদিরপুরে একটা বাড়িতে যশস্বী কবি মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত থাকতেন। কেবল রক্ষণাবেক্ষণ অভাবে সেই বাড়িটি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। কোনও হিস্ট্রি নেই যে ঠিক কোন্ বাড়িটিতে সত্যিসত্যি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাস করতেন। ওখানে অনেক গুলি বাড়ি আছে কিন্তু ঠিক কোন্ বাড়িটি হেরিটেজ ঘোষিত হয়েছে? মাইকেল থাকতেন। ওখানে মোট ছটি বাড়িটি আছে। ছটি বাড়িই হেরিটেজ লিস্টে নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে হয় না। তা–ই এখন একটা সিস্টেমের মধ্যে যাচ্ছি। প্রসেসটা করে দেবে খড়গপুর আইআইটি ও বেহালাস্থিত 'রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। সেটাকে কলকাতা পৌরসংস্থা একটা গ্রেডেশন নম্বর দেবে। কলকাতা বহু হেরিটেজ ভবন এখন রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম গুলি এসব দেখতে পায় না বা দেখাবে না। অনেক হেরিটেজ ভবন এখন 'ইলুমিনেশন হয়েছে। হেরিটেজ ভ্যালু গুলিতে সমাজের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা সর্বদা হেরিটেজ ভবন রক্ষার জন্য একটা উদ্যোগ নিয়ে চলেছে।

কৈখালীতে তৈরি হতে চলেছে ভাসমান জেটিঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবনের কুলতলিকে পর্যটকদের কাছে আরও সুবিধার জন্য তৈরি হতে চলেছে এবার ভাসমান জেটিঘাট। সুন্দরবনের মাতলা নদীর ধারে কুলতলি বিধানসভার কৈখালি সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার। কিন্তু বেহাল জেটিঘাটসহ বিভিন্ন কারণে এখানে পর্যটকদের আনাগোনা অপেক্ষাকৃত কম। আর এবার সেখানে ভাসমান জেটি তৈরিতে উদ্যোগী হল প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরা এবং কুলতলি বিডিও সহ বিধায়ক জেটি তৈরির জন্য জায়গা পরিদর্শন করে গেলেন। তাঁরা কৈখালীর নদীর পার বরাবর একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেন। এখানে ভাসমান জেটি হলে এলাকায় পর্যটনে গতি আসবে বলেই মনে করছেন স্থানীয় মানুষজন। আর এতে লাভবান হবেন জলপথের নিত্যযাত্রী ও মৎস্যজীবীরাও। প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, কৈখালীর দুটি জায়গা বাছাই করা হয়েছে। তার মধ্যে যে কোনও একটি জায়গায় জেটি তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সেচ ও পূর্ত দফতরের কাছে। সেই প্রস্তাব অনুমোদন হলেই জেটি তৈরির বাকি প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হবে। এবিষয়ে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এখানে ভাসমান জেটি তৈরির প্রস্তুতি চলছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ অন্যান্য দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জায়গা দেখা হয়েছে। আপতত দুটি জায়গা ঠিক করে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন হলে জেটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এই জেটি তৈরি হলে পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক প্রসার ঘটবে। এই কৈখালি থেকে সরাসরি লঞ্চে পৌঁছে যাওয়া যায় বনি ক্যাম্প, কলসদ্বীপের মতো সুন্দরবনের গভীরের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে। একদিনেই ঘুরে আসা যায় ঝড়খালি সহ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র। কৈখালী জায়গাটিও মনোরম। নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা রয়েছে এখানে। নদীর পারে রাত্রিবাসেরও জায়গা আছে। পর্যটকদের কাছে তাই এই জায়গাটির আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু বেহাল জেটিঘাটের কারণে অনেকেই এড়িয়ে চলেন জায়গাটি। ঘূর্ণিঝড় আমফান ও ইয়াসে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল কৈখালির জেটিঘাটটি। দীর্ঘদিন ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল এরফলে, সমস্যায় পড়তেন পর্যটকসহ বহু নিত্যযাত্রীরা। পরে জেটিঘাটের সংস্কার হয়েছে। তবে, নদীতে জল কম থাকলে যাত্রীদের লঞ্চে ওঠানামায় সমস্যা হয়। ভাসমান জেটি হলে এই সমস্যা মিটবে বলেই মনে করছেন অনেকে। এই জেটিঘাট থেকে বহু নিত্যযাত্রী কুলতলির বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করেন। কৈখালি থেকে বহু ট্রলারও মাছ ধরতে নদী সমুদ্রে পাড়ি দেয়। ভাসমান জেটি হলে সুফল মিলবে তাঁদেরও। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে এ ও জানা গেল, ২০১৮ সাল নাগাদ কৈখালীতে ভাসমান জেটি তৈরিতে উদ্যোগী হন তৎকালীন জেলা পরিষদ সদস্য, বর্তমানে কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। সেইমতো পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। সেচ ও পূর্ত দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই জেটিঘাটটি তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়। প্রাথমিক ভাবে জেটি তৈরির জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই জায়গাটি বাতিল হয়ে যায়। এরপরই নতুন করে জায়গা দেখার কাজ শুরু হয়। এব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, এই ভাসমান জেটি ঘাটটি তৈরি হলে সুন্দরবনের কুলতলি ও কৈখালীতে পর্যটকদের ঢল নামবে। পর্যটনের মানচিত্রে আলাদা জায়গা করে নেবে কুলতলির কৈখালি পর্যটন কেন্দ্রটি।

সোনা দোকানে ডাকাতি, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ : গত ২৮ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানার মিঠাপুকুর এলাকায় সূর্য জুয়েলার্স নামে একটি সোনার দোকানে দিনে–দুপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। নগদ টাকা সহ সোনা ও রুপোর গহনা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল ৩ দুষ্কৃতী। সেই ঘটনায় ৫জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ৩ জুলাই ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে তিনি বলেন, বেশ কিছু নগদ টাকা, সোনা ও রুপার গহনা, একটি হেলমেট এবং বাইকের চাবি উদ্ধার করা হয়েছে সেই সঙ্গে মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে একজন দুষ্কৃতীর বাইকের নম্বর উদ্ধার করে। সেই সূত্র ধরে রামনগর এলাকা থেকে বরজাহান শেখ নামে ১জনকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো ৪জনের খোঁজ পাওয়া যায়। তারা হল শেখ সাদ্দাম, শেখ সাদ্দাম হোসেন, জইদুল শেখ, শোবরাজ কাজী। এরা সকলেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ মার্ডার এবং ডাকাতির ঘটনায় পূর্বেও যুক্ত ছিল বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত, এই ডাকাতির ঘটনার মূল পাণ্ডা ২৭ বছরের শোবরাজ কাজী। যে বছর খানেক আগে বজবজের আরেক কুখ্যাত দুষ্কৃতীর হুলতালকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করেছিল। পুলিশ সুপার আরো জানান, যেহেতু আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে লুটতরাজ হয়েছে বলে অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্রেও উদ্ধার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় বিভিন্ন সোনা দোকানে ডাকাতির ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ সভা করা হয়েছে। যেখানে সোনার দোকানের মালিকদের বলা হয়েছে দোকানে অবশ্যই যেন সিসিটিভি লাগানো হয়। মূল গেট একজনের প্রবেশের মতো ফাঁক রাখতে হবে। মাস্ক বা হেলমেট পরে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। পুলিশের আপৎকালীন ফোন নম্বরও ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়েছে।

হেরোইন–জুয়ার র‍্যাকেট ভাঙতে তৎপর

প্রথম পাতার পর

এই সমস্ত এলাকাতেই জমিয়ে চলছিল জুয়া এবং হেরোইনের ব্যবসা। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, জুয়া ব্যবসার মূল মাথা ছিল শেখ আলাউদ্দিন এবং হেরোইনের ব্যবসায়ের মূল মাথা ছিল পারভেজ এবং কামাল। পুলিশ মারফত আরো জানা যাচ্ছে, যারা এই সমস্ত ব্যবসা চালাতেন তারা মূলত ক্যানিং, জীবনতলা এবং পার্কসার্কাস থেকে এসে এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো। বর্তমানে অধিকাংশ ঠেকই ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী জানিয়েছেন, কোনভাবেই এলাকাতে হেরোইন এবং জুয়ার ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। যতদিন না হেরোইন উৎখাত হচ্ছে এই পুলিশি অভিযান চলবে। তবে এব্যাপারে রেল পুলিশকেও সহযোগিতা করতে হবে। প্রসঙ্গত, শুক্রবারও চোখে পড়ল জুয়া এবং মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের ঠেকের ঠিকানা নতুন করে গড়ে তুলেছে আকড়া থেকে নুঙ্গি স্টেশন যাওয়ার পথে রেল লাইনের বাঁদিক ধরে। তাই পুলিশ এবং রেল পুলিশকে এখনই তৎপর হতে হবে।

জেল থেকে মুক্ত আরাবুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : অবশেষে ৩ জুন বারুইপুর জেল থেকে মুক্ত হলেন তৃণমুল নেতা আরাবুল ইসলাম। ভাঙড় থেকে অনেক অনুগামীদের কনভয় তাকে ভাঙড়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। আরাবুল ইসলাম জানিয়েছে শারীরিক ভাবে তিনি অসুস্থ। তবে এখন তৃণমূল দলই করবেন। তার বিরুদ্ধে খুন করার চক্রান্ত নিয়ে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন এই তাজা নেতা।

মহানগরে

টেন্ডারেই গলদ : মহানাগরিক

কেইআইআইপি'র কাজে রুষ্ট পৌরপ্রতিনিধিরা

বরুণ মণ্ডল : দক্ষিণ কলকাতার আদি গঙ্গার পূর্ব পাড় লাগোয়া কলকাতা পৌরসংস্থা ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ২০১৭ সাল থেকে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার কাজ হচ্ছে কিন্তু দীর্ঘ সাত বছর হয়ে গেল এখনও নিকাশি নালার নির্মাণ কাজ শেষ হল না। কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর অধিবেশনে স্থানীয় ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বজিৎ মণ্ডল এই অভিযোগ করলেন। তিনি কেইআইআইপি"র কাজের বিষয়ে জানান, কেইআইআইপি রাস্তার যে অংশে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার কাজ শেষ করেছে, সেই অংশে রাস্তার বেহাল অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ রূপে নির্মাণ এবং মেরামত করে উঠতে পারেনি। সেই অংশ গুলি আগামী তিন মাসের মধ্যে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে উৎসবের মরশুমের আগে রাস্তা সম্পূর্ণরূপে সংস্কার ও মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট তিন দফতর কলকাতা পৌরসংস্থা, 'কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট ও সিভিল ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সভায় নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে এবং বেহাল রাস্তার মেরামতি ও সংস্কারের জন্য অনেক দফা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কেএমসি, কেইআইআইপি ও সিভিল ডিপার্টমেন্ট এই তিন দফতরের মধ্যে বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে সংস্কারের কাজ অযথা দেরি হচ্ছে বলে এদিন পৌর অধিবেশনে জানান স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। তিনি আরও জানান, আসল সমস্যা হল, রাজ্যের এই তিন দপ্তরের মধ্যে এইসব টেকনিক্যাল

বিষয় সাধারণ ওয়ার্ডবাসী বুঝতে যাবেন কেন? সাধারণ মানুষ অন্তত উৎসবের মরসুমের দিন গুলিতে বড়ো রাস্তা, অলিগলি, লেন, বাই-লেন খানাখন্দমুক্ত ভালো রাস্তার পরিষেবা পেতে চান। কেইআইআইপি ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার কাজ যেখানে আপাতত শেষ করেছে, সেখানকার রাস্তার অংশের সম্পূর্ণরূপে মেরামতির কাজ, সকল বাধা অতিক্রম করে উৎসবের মরশুমের আগে সমাপ্ত করার প্রস্তাব রাখছি।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে পূর্বপুটিয়ারি এলাকার পাশের রিজেন্ট পার্ক এলাকার ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অনিতা কর মজুমদার শীল বলেন, বিশেষ করে আদিগঙ্গার পূর্ব পাড়ের ১১১, ১১২, ১১৩ ও ১১৪ এই চারটি ওয়ার্ডের নিকাশি নালা নির্মাণ কাজের অবস্থা খুব খারাপ। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা গুলির অবস্থা এতোটাই খারাপ ওয়ার্ডবাসী চলাচলে পদেপদে বিপদ। নিকাশিনালার নির্মাণ কাজ চলছে, সেটা চলুক। কিন্তু যেখানে নালার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, সেখানকার রাস্তার মেরামত করা কেন হবে না? ওয়ার্ডবাসীকে কিছুটা তো স্বস্তি দিতে হবে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারকালে রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ওয়ার্ডবাসীর অনেক কথা শুনতে হয়েছে।

এ বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা ঠিক যে কেইআইআইপি"র কাজটা খুবই শ্লথগতি চলছে। আসলে এই কাজ গুলির টেন্ডার কেইআইআইপি"র যে অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে, তাদের মাধ্যমে হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার মাধ্যমে হয়নি। কেইআইআইপি"র যে প্রজেক্টের কাজটা এখন চলছে সেটা আমি মহানাগরিক হওয়ার আগে থেকেই চলছে। এই পর্বের কাজের টেন্ডার বড়ো বড়ো কনট্রাকটর কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা আবার ছোটো ছোটো কনট্রাকটরদের কাজ গুলি দিয়েছে। বড়ো কোম্পানি গুলি ছোটও কোম্পানী গুলিকে ঠিক মতো পেমেন্ট দিচ্ছে না। তা-ই কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে না। অথচ কেইআইআইপি তো দানধ্যান করছে না। একটা লোন দিচ্ছে। আর লোনে এমন সব ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে কলকাতা পৌরসংস্থার হাতটা পুরো ফাঁকা। তার মধ্যেও ২০২৩ – এ কিছু কিছু রাস্তা কলকাতা পৌরসংস্থা করে দেবে বলে ছিলাম। আর তার খরচপাতি কেইআইআইপি"র কাজ থেকে কেএমসি নিয়ে নিক এটা বলেছিলাম। কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে, বড়ো কনট্রাকটর কোম্পানি গুলি রাস্তা নির্মাণের টাকাটাও কেইআইআইপি"র কাছ থেকে তুলে নিয়েছে। তবে কাজ হওয়ার আগেই কীকরে টাকাটা তোলা হলো তা কেইআইআইপি-ই একমাত্র জানে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কর্তারা জানে। এখন সমস্যা হয়েছে যে, রাস্তা গুলি যে মেরামত করবো, একটা কেইআইআইপি টাকা নিয়ে নিয়েছে। আবার কলকাতা পৌরসংস্থা মেরামতের টাকা দেবে। কিন্তু তাতে সিএজি কর্পোরেশনের অডিটে আমার মেয়রের গলা টিপে ধরবে। এটা সমস্যা। কিন্তু এটা ঠিক ওয়ার্ডবাসীকে একটা পরিষেবা দিতে হবে। তবে এখন নতুন করে কেইআইআইপি"র যেসব প্রজেক্ট আসছে, সেখানে আমি বলেছি, ছোটো ছোটো করুন, তা না হলে প্রজেক্ট গ্রহণ করা হবে না। যেখানে স্থানীয় কনট্রাকটররা কাজ করতে পারে। বড়ো কনট্রাকটর কোম্পানিকে দিয়ে কাজ করালাম। কেউ ৫০০ কোটি, ১,০০০ কোটি, ২,০০০ কোটি টাকার টেন্ডার। তাতে স্থানীয় কেউ আসে না। তাতে দিল্লি বম্বের কনট্রাকটর আসছে। আর কাজটা নিয়ে চলে যায়। আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলতে থাকে।

তাই কেইআইআইপি"র আগামী প্রজেক্ট থেকে আমার তত্ত্বাবধানে আসছে বলে মহানাগরিক জানান। তাতে টেন্ডার ছোটো ছোটো করুন। তা না হলে আমি লোন নেব না জানিয়ে দিয়েছি। আর আগের যে কেইআইআইপি"র কাজটা নিয়ে বর্তমান সমস্যাটা হয়েছে, সে সমস্যা অনেকটা মিটিয়ে আনা হয়েছে। তাগাদা করে করে কাজটা করা হচ্ছে। কাজটা যাতে আগামী শারদোৎসবের অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়, সেটা নিশ্চিত ভাবে দেখা হচ্ছে।

আপনাদের জানাতে অসুবিধা নেই যে, কলকাতা পৌরসংস্থা কেইআইআইপি"র আগের এইসব নিকাশিনালার কাজ গুলি নিয়ে ফেঁসে রয়েছে। 'মোবিলাইজেশন অ্যাডভান্স বা কিসের? কেইআইআইপি তার নিজের নিয়মানুযায়ী কেন দিয়ে দিল? তারপরও পেমেন্ট কেন আসছে না? অথচ রাজ্য সরকার তাদের অংশের টাকাটা কেইআইআইপিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরেও এদের অনেক রকম ফর্মালিটিস আছে। আমিও কনস্ট্যান্ট মনিটরিং করছি। আগামী দু'তিন মাসের মধ্যে রাস্তা গুলি তৈরি করা হবে।

বার্তা

তিস্তা পাড়ের আতঙ্ক

আতঙ্ক ১ : সিকিমের মিলিবাজারে।

আতঙ্ক ২ : রংপোতে রাস্তা উধাও।

আতঙ্ক ৩ : জোর বাংলোতে ধস। ছবি : জয়ন্ত চক্রবর্তী

মানিকতলা বিধানসভার উপনির্বাচন ১০ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা ওয়ার্ড নম্বর ১১ থেকে ১৬ এবং ৩১ ও ৩২ এই আটটি ওয়ার্ড নিয়ে গড়ে ওঠা কলকাতা উত্তরের মানিকতলা কেন্দ্রের(১৬৭) উপনির্বাচনে (২০২৪) এবার মোট প্রার্থী রইল ৯জন। বিজেপি দলের প্রার্থী প্রাক্তন গোলরক্ষক কল্যাণ চৌবে (বয়স : ৪৫), সিপিআইএম দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রাজীব মজুমদার (বয়স : ৫০), তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সুপ্তি পান্ডে(বয়স : ৬৬), ভারতীয় ন্যায়-অধিকার রক্ষা পার্টির প্রার্থী পার্থ প্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স : ৪৭)। আর বাকি পাঁচ নির্দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন অয়ন সিংহ(৩৩), লক্ষ্মণ দাস(৫১), প্রভীন কুমার পান্ডে(৫৩), সত্যজিৎ বিশ্বাস(৫২) এবং টুম্পা সাহা(৪৪)। ২০২১ – এর বিধানসভা নির্বাচনে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল ১১ জন। এতেও নির্দল প্রার্থী ছিলেন পাঁচ জন। ২০২১ – এ মোট বৈধ ভোট পড়ে ৬২.৯৩ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাধন পান্ডে পান মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০.৮২ শতাংশ ভোট আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে পান মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৫.৬০ শতাংশ। গত ২০২২ – এর ২০ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সাধন পান্ডের প্রয়াণে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন আগামী ১০ জুলাই বুধবার। ভোটগ্রহণ সকাল ৭ টা থেকে শুরু হয়ে চলবে সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। গণনা ১৩ জুলাই শনিবার সকাল ৮ টা।

এবারে ইস্কনের কলকাতার রথযাত্রার ভাবনা গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের প্রধান শহরগুলি মহা সমারোহে রথযাত্রা উদযাপন করছে। এটি ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের একটি অনুপম অবদান, যিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের পরিচয় করিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের মহান অভিলাষ ছিল, এই উৎসবটি পৃথিবীর প্রতিটি শহরে সুন্দরভাবে উদযাপিত করবার। তাই, এটিকে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত করবার জন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম রথযাত্রা সান্ ফ্রান্সিসকোতে ৯ জুলাই ১৯৬৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ কতৃক আয়োজিত হয়েছিল। তারপর থেকেই, এই উৎসব অন্যান্য অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে, এটি এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে সান ফ্রান্দিসকোর মেয়র রথযাত্রা দিবস উদযাপনের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা জারি করেন। আজ, ইসকন ১৫০ টিরও বেশি দেশে ৭০০ টিরও বেশি নগরে ও শহরে

রথযাত্রার আয়োজন হয়ে চলেছে।

কলকাতার রথযাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সাল থেকে। এবছর ইসকনের রথযাত্রা ৫৩ বছরে পরলো। ৭ জুলাই ঠিক দুপুর ২টোয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় রথের রশিতে টান দিয়ে শুভ উদ্বোধন করবেন। ডোনা গাঙ্গুলি ও সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে সেই দিন। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট, এজেসি বোস রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা রোড, এসপি মুখার্জি রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী রোড, এক্সাইড ক্রসিং, জেএল নেহেরু রোড, আডটাট্রাম রোড হয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রথ থাকবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। ভগবান সাতদিনের সাতটি বেশ-এ পূজিত হবেন কলকাতার গুন্ডিচা মন্দিরে। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে মেলা চলবে রাত্রি পর্যন্ত, থাকবে ভক্তদের জন্য প্রসাদ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে ৭ দিন ধরে। গুরুসদয় রোডের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রত্যেকদিন কয়েক লক্ষ ভক্তের জন্য খিচুড়ি ভোগ নিয়ে যাওয়া হয় কারণ ওখানে রান্নার অনুমতি পাওয়া যায় না।

রথযাত্রার চেয়ারম্যান আনন্দমোহন দাস জানান, এই বছরের রথযাত্রার থিম হল গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা –আচার্য এবং ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের গুরু, কৃষ্ণ কৃপাশ্রী মুর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ মহারাজের, ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ মহারাজ তরুণ অভয় চরণ দে-এর হৃদয়ে ইসকনের বীজ রোপণ করেছিলেন, যিনি পরে কৃষ্ণকৃপাশ্রী মূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হয়েছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী হরে কৃষ্ণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যা আন্তর্জার্তিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘ বা 'ইসকন' নামে পরিচিত।

৫ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসকন কলকাতার সহ সভাপতি রাধারমন দাস বলেন, ইলবার্ট রোডের এক পার্কের নাম শ্রীল প্রভুপাদের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে সেই পার্কেরও উদ্বোধন হবে রথের দিন। ছবি : প্রীতম দাস

মাঙ্গলিকী

ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রীতি বিষয়ক আলোচনা ও সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রিপোর্টার্স ইউনিটি অব বাংলাদেশ (ট্রাব) তিন দশক ধরে দেশের সংস্কৃতি, বিনোদন, ক্রীড়া তথা নান্দনিকতার বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবায়ও যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতিমধ্যে আপন সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে সংস্থার কর্মকাণ্ড। ট্রাব-এর অগ্রযাত্রায় দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের অবদান অনস্বীকার্য। টেলিভিশন রিপোর্টার্স ইউনিটি অব বাংলাদেশ (ট্রাব) ইন্ডিয়া শাখার উদ্যোগে গত ১ জুলাই কলকাতা বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম সেমিনার হলে 'দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক চর্চা' শীর্ষক আলোচনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রীতি 'ট্রাব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়ক আইপিএস ডঃ হুমায়ুন কবীর। বিশেষ অতিথি পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আখতার, ড. নটরাজ রায় প্রাক্তন সভাপতি, ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, সংস্থার সভাপতি সালাম মাহমুদ, প্রধান নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক গণকণ্ঠ ও বাংলাদেশ ভারতের বেশ কয়েকজন গণমান্য ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে ভারত ও বাংলাদেশের ২০ জন গুণীজনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সভায় সংস্থার ভারত শাখার সভাপতি হিসেবে সাংবাদিক বিপ্লব দাশকে নির্বাচিত করা হয়। আগামী দিনে সংস্থার ভারত-বাংলাদেশের সামাজিক ও নানান বিষয়ে কাজ করার অঙ্গীকার নেয়। এই বছর সংস্থার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল।

বাওয়ালীতে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা: রবীন্দ্র-নজরুল মঞ্চ ও ইষ্টিকুটুম ভিলার যৌথ উদ্যোগে গত ৩০ জুন রবিবার রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক বিচিত্রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উত্তর বাওয়ালী চিড়িয়াখানা বাগানস্থিত ইষ্টিকুটুম ভিলা প্রাঙ্গণে। কবি দুয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়, রবীন্দ্র-নজরুল মঞ্চের মুখপত্র একুশে আমরা বিশেষ কোড়পত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বজবজের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী- অমরনাথ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র-নজরুল বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী বর্তমান সময়ে রবীন্দ্র- নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ নূরুল ইসলাম এই দুই

মানবতাবাদী কবির পারম্পরিক সম্পর্কের কথা আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে কবিতা পরিবেশন করেন কল্যাণী ভট্টাচার্য, মহুয়া মণ্ডল, রীনা বেরা, মানস ঘোষ, সুদীপ ঘোষ, সেখ তৌফিক আলম, সমীরকুমার মাল ও সুরজিত মণ্ডল প্রমুখরা। বিদ্যানগর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অর্ঘ্য চ্যাটার্জী দুই কবির আদর্শ, চিন্তাধারা ও ভাবধারা নিয়ে আলোচনা করেন। বিশিষ্ট শিল্পী বৈশাখী গুহ রায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়া স্থানীয় ছেলেমেয়েরা সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে জমজমাট করে তোলে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী, মঞ্চের সম্পাদক বেনজির মানব বলেন, বজবজ-মহেশতলা অঞ্চলে রবীন্দ্র-নজরুল মঞ্চের ভ্রাম্যমাণ সাহিত্য সভার উদ্দেশ্যই হল এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানো ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য-চর্চার আগ্রহ জাগানো, মঞ্চের সভাপতি সৌরেন প্রামানিক সবশেষে রবীন্দ্র-নজরুল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ ও আয়োজন করার জন্য ইষ্টিকুটুম ভিলা সহ সকল অতিথিবর্গ ও গ্রামবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বার্ষিক চিত্রকলা ভাস্কর্য প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা: বেহালাস্থিত 'চিলড্রেনস হার্ট ড্রইং স্কুলের ষষ্ঠ বার্ষিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী এবার দক্ষিণ কলকাতার মেনকা সিনেমা হল সন্নিকটস্থ 'গ্যালারী গোল্ড আর্ট গ্যালারী'তে অনুষ্ঠিত হল। এবার ৭ – ৯ জুন চলা 'এক্সপ্রেশন – ২০২৪ নামক প্রদর্শনীটি স্কুলের কর্ণধার ও বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পালের উদ্যোগে মোট ৮৮ জন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও আলোকচিত্রশিল্পীর সর্বমোট ১৪০ টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী-ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী, বিশ্ববন্দিত তবলাবাদক-সুরকার পন্ডিত মল্লার ঘোষ, বিশিষ্ট লেখিকা-অভিনেত্রী মল্লিকা ঘোষ ও বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক-আলোকচিত্রী ডা. সোমদত্ত প্রসাদ ৭ জুনের বর্ণাঢ্য সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ও হাওড়ার শিল্পপ্রেমী দর্শক ও অতিথিবৃন্দ। নানা রঙে ও ভিন্ন ভাবনায় নানান শিল্প সৃষ্টিতে এই প্রদর্শনী চিত্তাকর্ষক ও অভূতপূর্ব হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, এবারের প্রদর্শনীতে একই সঙ্গে শিশুশিল্পী এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সকলেই একত্রিত হয়েছিল, তাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে। ৯ জুনের শেষে সকলেই প্রদর্শনী-ভাস্কর্যের সর্বাঙ্গীন সাফল্য প্রদান করে।

প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ড. সৌম্য দাস, ভাস্কর তন্ময় হাজরা, অর্পণ নন্দী, সায়ন্তনী সরকার, বর্ণালী পাল, তন্ময় সিনহা, অনুষ্কা সরকার প্রমুখ।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার যোগাদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙ্গা র উদ্যেগে ২১ জুন পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। ৫০ জন যোগা শিক্ষার্থী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। যোগা দিবসের প্রাসঙ্গিকতা ও যোগভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জাতীয় যোগা জাজ-কোচ ও ফিজিওথেরাপিস্ট শ্রীগণেশচন্দ্র পাল। উপস্থিত ছিলেন সরোজকান্তি চক্রবর্তী, নীরেশ ভৌমিক, আশীষ কুমার ঘোষ, পাঁচুগোপাল হাজরা, উদয়শঙ্কর দাস, সমরেশ বিশ্বাস, মলয় দাস, মিহিরলাল চক্রবর্তী, দেবশ্রী মুখার্জী, সন্দীপন মান্না প্রমুখ। যোগা উৎসবে অংশগ্রহণকারী ৫০জন শিক্ষার্থীকে যোগার জাতীয় জাজ-কোচ শিক্ষক শ্রী গণেশচন্দ্র পাল, বেশ কয়েকটি ব্যায়াম ও যোগা অভ্যাস করান। যোগা দিবসের তাৎপর্য, যোগার প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন পলাশ মণ্ডল, সরোজকান্তি চক্রবর্তী, আশিসকুমার ঘোষ প্রমুখ। সংস্থার

কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন আগামী প্রজন্মের কাছে শরীর চর্চা ও যোগা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে এই আয়োজন তিনি আরও বলেন পাঠক্রমে ব্যায়াম ও যোগার অন্তর্ভুক্তি করন বিশেষ প্রয়োজন তাহলে ছোট থেকেই ছেলেমেয়েরা এই চর্চায় নিয়োজিত হবে।

'বি দ্য লাইট' চ্যানেলের নতুন প্রয়াস

শ্রেয়সী ঘোষ: সব্যসাচী পাঠকের বি দ্য লাইট চ্যানেল একটি নতুন প্রোগ্রাম আনতে চলেছে তাদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে। প্রোগ্রামটি হল বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার। বেশ কিছু শিল্পীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়ে গেছে। সম্প্রতি বাঘাযতীন অঞ্চলের এপি স্টুডিওতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হল বাংলা ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা, প্রখ্যাত অধ্যাপক ও লেখক ড. শঙ্কর ঘোষের। সঞ্চালনায় ছিলেন গার্গী মুখোপাধ্যায়। ৪৫ মিনিটব্যাপী এই সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রিত শিল্পী তুলে ধরলেন তাঁর জীবনের নানান কথা।

রথ টানলে দুয়া আসে

রথের চাকায় গড়ায় সময়

বাখরাহাটে রথ উৎসব ঘিরে মানুষের উন্মাদনা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার বাখরাহাট একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা। এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। কিন্তু কোনও রথ উৎসব না থাকায় একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। গত বছর সেই শূন্যতা পরিপূর্ণতা পেল বাখরাহাট রথযাত্রার উৎসব কমিটির উদ্যোগে।

গত বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। উদ্যোক্তাদের কয়েকজন কর্মকর্তা স্বপ্নাদেশ পেয়ে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন করেন মন্দিরে। এবং রথ নির্মাণ করে রথ পরিক্রমার আয়োজন করেন যথাযোগ্য মর্যাদায়। এবছর সেই রথযাত্রা উৎসব দ্বিতীয়

বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। উৎসব কমিটির সম্পাদক কাজল দত্ত জানালেন, এবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় জগন্নাথের স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়েছে। বাখরাহাটের কীর্তন খোলার বড়কাছারি তোরন দ্বারের কাছে প্রয়াত কার্তিকচন্দ্র মিত্রর উত্তরসূরি তপন মিত্র এবং স্বপন মিত্রর সম্পত্তির মধ্যে স্বপন মিত্রের লিখিত অনুমতি এবং অন্যান্যদের মৌখিক অনুমতিতে একটি মন্দির স্থাপন করা হয় সর্বসাধারণ মানুষের জন্য। রথযাত্রার দিন মন্দির থেকে জগন্নাথ–বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে চড়িয়ে সাঁজোয়া এবং উমা টকিজ পর্যন্ত পরিক্রমা করা হবে। তারপর কালাচাঁদ দত্ত ভবনে মাসির বাড়িতে ওই রথ থাকবে। যথাযোগ্য মর্যাদায় নিয়মকানুন মেনে পূজা পাঠ অনুষ্ঠিত হবে। উৎসব কমিটির সভাপতি নীলকণ্ঠ মণ্ডল। আগামী দিনে বাখরাহাটের এই রথ ইতিহাসের পাতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ঠাঁই পাবে।

গুপ্তিপাড়া রথের আকর্ষণ ভাণ্ডারা লুঠ

সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া : অবিভক্ত বাংলার রথযাত্রা উৎসবের কথা আলোচনা হলে প্রথমেই উঠে আসে হুগলির গুপ্তিপাড়ার জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা উৎসবের কথা। নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে গুপ্তিপাড়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র জিউ মঠের নবম দণ্ডী স্বামী পিতাম্বরানন্দের আমলে আনুমানিক ২২৫ বছর আগে প্রথম রথ যাত্রার সূচনা হয়, প্রথমে এই রথ ১৩ চূড়া বিশিষ্ট ছিল। ১৮৭৩ সালে রথের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে ৭ জন যাত্রী প্রাণ হারান। এর পর রথ টি অপেক্ষা কৃত ছোট করে ৯ চূড়া করা হয়। তা সত্ত্বেও তৎকালীন ভারতে গুপ্তিপাড়া অপেক্ষা বড় রথ আর কোথাও ছিল না এবং শ্রীক্ষেত্র পুরী ধাম ছাড়া আর কোনও জগন্নাথ দেবের রথ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মাসির বাড়ি যেতে হয় না বা রথ টান হয় না,এছাড়া একমাত্র গুপ্তিপাড়া ছাড়া আর কোন রথ চারদিকে অতিক্রম করে না। উল্লেখ্য প্রাচীনত্বের দিক থেকে গুপ্তিপাড়া পুরী ধাম শ্রীরামপুরের মাহেশ এবং মেদিনীপুরের মহিষাদলের পর চতুর্থ স্থানে।

যথারীতি পুরাতন সেই ঐতিহ্য নিয়ে আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুপ্তিপাড়ার রথে বিগ্রহ ত্রয় একই রথে যাত্রা করেন। প্রথম টান বেলা বারোটায় বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বে বেলা ৪টায় রথ টান হয় ও মাসির বাড়ির কাছে গুপ্তিপাড়া বড়বাজারে শেষ হয়।

এবছর ৭ জুলাই রবিবার রথ যাত্রা ও ১৬ জুলাই পুনর্যাত্রা। এখানকার আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ভাণ্ডার লুট। প্রচলিত কাহিনী জগন্নাথ দেব মাসির বাড়ি এসে আর ফিরতে চাইছেন না তখন লক্ষ্মীদেবী পঞ্চমী তিথিতে এসে প্রভুকে সর্ষে পড়া দেন সংসারে মন দেওয়ার জন্য কিন্তু তাতেও কাজ হয় না তখন উল্টো রথ এর আগের দিন বৃন্দাবন চন্দ্র ও কৃষ্ণ চন্দ্রের উপস্থিতিতে গুন্ডিচা বাড়ির সমস্ত খাদ্য ভান্ডার রান্না করে থরে থরে সাজানো থাকে মিষ্টি,পায়েস ফল ভোগ যা লুট করিয়ে দেন। এক সুন্দর উত্তেজক লোকাচার, সেই দিন আর ভোগ রান্না হয় না, চিড়া দই ভোগ খেয়ে পরদিন পুনর্যাত্রায় আবার দেবালয়ে গমন করেন।

বড়িশার সাবর্ণ বাড়ির রথ ঐতিহ্যে অমলিন

বরুণ মণ্ডল : রথযাত্রা বা রথদ্বিতীয়া একটি আষাঢ় মাসে আয়োজিত অন্যতম প্রধান হিন্দু উৎসব। শ্রীক্ষেত্র ওড়িশার পুরীর রথযাত্রার মতোই নিজস্ব রথযাত্রা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। বেহালার বড়িশাস্থিত সাব্বর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের রথযাত্রা উৎসব শুরু হয়েছিল সুদূর অষ্টাদশ শতাব্দীর একের দশকের শেষে ১৭১৯ সালে। সেসময় দিল্লির মোগল সম্রাট ফারুকশিয়রের এক ফরমানুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুবা সবেসবে ব্যবসাবানিজ্য করতে এসেছে। সেসময় বঙ্গদেশের দক্ষিণের ঐতিহ্যশালী বড়িশা গ্রামে রথযাত্রা উৎসব শুরু করলেন কৃষ্ণদেব রায়চৌধুরী। সেকালে ৯টি চূড়া বিশিষ্ট রথে শালগ্রামশিলা(বিষ্ণুবিগ্রহ হিসেবে কল্পিত গোলাকার শিলা) নিয়ে যাওয়া হতো বড়িশাস্থিত নিকটেরই বেনাকি বাড়িতে। পরে ইতিহাসখ্যাত শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় লর্ড কার্জনের বিভাজনের উদ্যোগ রদ কালে ১৯১১ সালে সখেরবাজার মোড় থেকে জেমস লঙ সরণির

দিকে ঢুকতেই ডান হাতে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ ও একটি ত্রিতল রথ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান 'শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরটি জ্যেষ্ঠপুত্র তারাকুমার রায়চৌধুরীর লালকুমার রায়চৌধুরী নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ ভক্তদের দ্বারা মন্দিরের হয়। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আইন–অমান্য আন্দোলনের সময়কালে ১৯৩৪ সাল থেকে সখেরবাজারস্থিত এই তিন বিগ্রহকে রথের সময় কিছুটা দূরে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মাসির বাড়ি নামে খ্যাত স্বর্গীয় হীরালাল বসুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বর্তমানে গত এই শতাব্দীর আটের দশকে ১৯৮৪ সালে সর্বজনীন সহযোগিতায় ওড়িশা রাজ্যের পুরী থেকে দক্ষ কারিগরদের এনে আজকের নতুন রথটি তৈরি করা হয়েছে। তবে ১৯১১ সালে তৈরি পুরনো রথের কাঠামো ও লোহার চাকা গুলি আজও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

প্রতিবছর আষাঢ় মাসের রথযাত্রার দিন বিকেল চারটের সময় সখের বাজারস্থিত মন্দির থেকে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দেব সঙ্গে দেবী সুভদ্রা বলভদ্র দেবের বিগ্রহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে সখেরবাজারস্থিত বড়ো বাড়িতে (সপ্তর্ষি ভবন) নিয়ে আসা হয়। তারপর প্রথানুযায়ী যিনি উদ্বোধন করতে আসেন, তিনি প্রথমে নারকেল ভেঙে রথের রশ্মিতে টান দেন। এরপর ডায়মন্ড হারবার রোডের পশ্চিম দিক ধরে উত্তরে বেহালার ট্রাম ডিপোর নিকটবর্তী বেহালার প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির ও দক্ষিণে শীলপাড়া ভজন আশ্রম পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার পথে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত রথের পরিক্রমা হয়।

তারাপীঠের রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রথযাত্রার দিন তারাপীঠের মন্দিরের গর্ভ গৃহ থেকে তারা মাকে বের করে পিতলের রথে চড়ে ঘোরানো হয়। ওই একদিনই গর্ভগৃহ থেকে বের হন তারা মা। সন্ধ্যেবেলা আবার গর্ভ গৃহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ওইদিন সকাল থেকেই চলতে থাকে নানা আচার অনুষ্ঠান। অন্ন ভোগ সহ পাঁচ রকম ভাজা, মাছ দিয়ে মাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। কবে থেকে তারাপীঠে এই রথের প্রচলন শুরু হল সেই নিয়ে বিতর্ক আছে। তারাপীঠের সেবাইত প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা থেকে জানা যায় সাধক দ্বিতীয় আনন্দ নাথ এই রথ যাত্রার প্রচলন করেন। সে সময় একটি পিতলের রথ বানানো হয়। তারাপীঠের মন্দির প্রাঙ্গন চত্বরেই আছে সেই রথ ঘর এবং পিছনদিকে আছে শ্মশান। সেই শ্মশানে দেবদারু গাছ আছে তার একটি পাতা রথযাত্রার সজ্জায় কাজে লাগে। আবার অনেকে বলেন সাধক বামাক্ষ্যাপার আমলে এই রথযাত্রার প্রচলন হয়। মন্দির প্রাঙ্গন থেকে রথে করে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে সন্ধ্যায় মাকে আবার গর্ভগৃহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর হয় সন্ধ্যারতি সেই সময় মায়ের ভোগে দেওয়া হয় জিলিপি। তারাপীঠে এই বিশেষ রথযাত্রা ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়।

মাহেশের রথ মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য

মলয় সুর, শ্রীরামপুর: মাহেশের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা ৬২৮ বছর ধরে গ্রাম বাংলার সমস্ত মানুষের কাছে জনপ্রিয়তায় অদ্বিতীয়। পুরীর রথকে যদি আমরা সর্বোত্তম বলি তবে মাহেশের রথ নিশ্চিতভাবে তারপরের স্থানেই রয়েছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা রাধারাণীও এই মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলেন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণও এসেছিলেন শ্রীপাঠে মাহেশের রথে। রথের রশি ছুঁতে পারলে কিংবা রথের মধ্যে অবস্থানরত ভগবান জগন্নাথ দেবকে দর্শন করলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এই বিশ্বাসে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষ শ্রীপাঠ মাহেশে ছুটে আসেন রথের উৎসবে যোগ দিতে। কথিত আছে আজ থেকে ৬২৮ বছর আগে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী সাধক ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ঈশ্বর সিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বভূমি শ্রীপাঠ মাহেশ থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং পুরীধামে নিজ হাতে মহাপ্রভুর ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে ওখানকার সেবাইতদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তিরস্কৃত হন। অপমানিত লাঞ্ছিত ধ্রুবানন্দ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে স্বপ্নাদেশ পান নিজ ভূমিতে ফিরে যাওয়ার। ধ্রুবানন্দ মাহেশে ফিরে এসে নির্জন গঙ্গাতীরে একটি কুটির তৈরি করে গভীর ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হন।

এরপর একদিন রাতে ধ্রুবানন্দ আবার স্বপ্নাদেশ পেলেন, সকালে গঙ্গাতীরে একটি কাঠের গুড়ি দেখতে পাবে তুমি, তা দিয়ে আমাকে প্রতিষ্ঠা করো। তোমার ঘরেই থাকতে চাই। সেইমতো স্বপ্নাদৃষ্ট কাঠের গুঁড়ি দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মুর্তি তৈরি করে শুরু করেছিলেন মহাপ্রভুর আরাধনা। সেই থেকে আজও সমানে পূজিত হয়ে আসছেন তাঁরা।

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর দ্বাদশ গোপালকে সঙ্গে নিয়ে হুগলির বৈদ্যবাটিতে এসে উপস্থিত হন। সেখানে গঙ্গাস্নান সেরে শ্রীপাঠ মাহেশে আসেন জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে। ধ্রুবানন্দের অনুরোধে মহাপ্রভু জগন্নাথের সেবার ভার তুলে দিলেন তাঁর একান্ত অনুগামী দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সদস্য কমলাকর পিপলাইয়ের হাতে। মহাপ্রভু

চলে গেলেন পুরীধামে। মহাপ্রভুর পাদস্পর্শের পর থেকেই মাহেশের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তখন থেকেই এই রথযাত্রা বৈষ্ণবদের কাছে একটা আলাদা গুরুত্ব পেয়ে যায়।

১৬৬৫ বঙ্গাব্দে জনৈক ভক্ত নিমাইচরণ মল্লিক প্রায় ৭০ ফুট বিশিষ্ট এই মন্দিরটি পুরীর মন্দিরের আদলে তৈরি করে দেন। আর যে বিশাল রথটিতে চড়ে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা যাত্রা করেন সেটি তৈরি করে দেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা পার্ষদ বলরাম বসুর পিতামহ শ্যামবাজারের মহান ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসু।

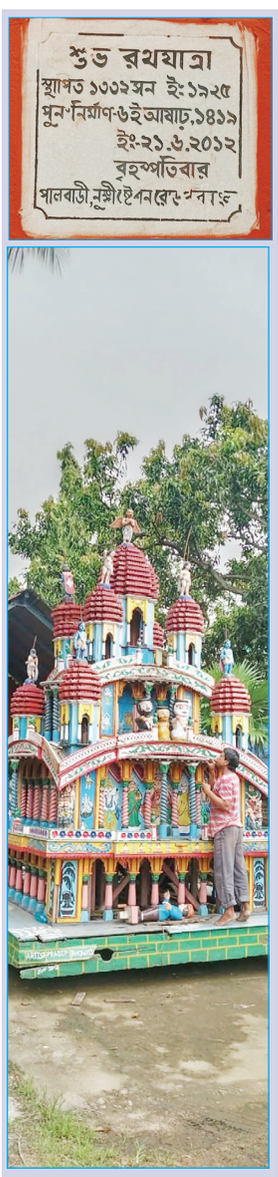

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুর মহকুমার মহেশতলার বাটানগরের অন্তর্গত নুঙ্গীবাজারে অবস্থিত পাল বাড়ির ঐতিহাসিক রথযাত্রা এবার ১০০ বছরে পড়ল। রথে পড়ছে রঙের প্রলেপ। অপেক্ষা পরিক্রমার।

ছবি : অরুণ লোধ

বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের রথ ছিল একদা ভারতের বৃহত্তম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের অসংখ্য দেবকীর্তির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল রথ। তৎকালীন সময়ে ভারতের মধ্যে বৃহত্তম ছিল এই রথ। জমিদার মানিকচন্দ্র মণ্ডলের নির্মিত এই রথটির নির্মাণকাল ছিল ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ বাংলা ১২১৬ বঙ্গাব্দ। বিশিষ্ট এই রথটি মানিকবাবু প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ জিউর নবরত্ন মন্দিরের অনুরূপ। বিশাল আকৃতির এই রথটি উচ্চতায় ছিল ১২০ ফুট এবং প্রস্থ ছিল ৭০ ফুট। রথটি টানার জন্য দড়ির পরিবর্তে লোহার চেন ব্যবহার করা হত। রথ টানার সময় বিশাল আকৃতির রথের বিশাল বিশাল চাকার ঘর ঘর শব্দ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তো। কাষ্ঠ নির্মিত খোদাই করা এবং কাঠের বিভিন্ন আকারের পুতুলের ছবি ছিল এই রথটিতে। মানিকচন্দ্র মণ্ডলের রথ নির্মাণের ৩ বছর পরে তার বড় ভাই রামনাথ মণ্ডল তৎকালীন রথতলার নিকটে সৌন্দর্যমণ্ডিত গুঞ্জাবাড়ি নির্মাণ করিয়ে দেন। রথযাত্রা ও পূর্ণ যাত্রার

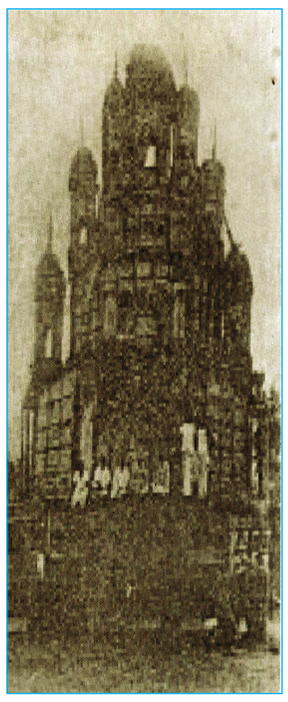

২১৫ বছর আগে বাওয়ালী মণ্ডল জমিদারদের রথ

মাঝের ক'দিন লক্ষ্মীজনার্দন জিউ ওই গুঞ্জাবাড়িতে অবস্থান করতেন। তখনকার দিনে বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের রথ ৮ মাইল গ্রাম্যপথে টানা হত। রথ যাত্রার কেন্দ্র ছিল রথতলায়। এখানে সমস্ত রাস্তা জুড়ে দোকানপাট বসতো ও মেলা অনুষ্ঠিত হতো। রথযাত্রা শেষে ব্রাহ্মণ কাঙ্গালীদের ভোজন করানো হতো। রথযাত্রার সময় রথতলার পাশের দিঘির চারিপাশের প্রশস্ত পাড়ে ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হতো। মানিকবাবুর প্রতিষ্ঠিত রথটি এতই বিশালাকার ছিল যে তা টেনে নিয়ে যেতে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কালের কবলে সেই রথ জরাজীর্ণ ও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়ে যায়। তবুও রথতলা নামক স্থানটিতে রথের পড়ে থাকা গরুর গাড়ির চাকার মতো বিশাল বিশাল অংশ বেশ কিছুদিন আগেও চোখে পড়তো। আজ সেই সব চাকাগুলো আর দেখা যায় না। বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের আভিজাত্যের সে রথ আজ আর হয়তো নেই। নেই সেই গুঞ্জাবাড়িও। তবে আজও প্রতি বছর রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয় বাওয়ালি রথতলায়।

চন্দননগরের রথযাত্রা ২৪০ বছরের প্রাচীন

মলয়সুর, হুগলি : কলকাতা থেকে মাত্র ৪০ কিমি দূরত্বে হুগলির চন্দননগরে যাদুবেন্দ ঘোষের রথযাত্রা প্রায় ২৪০ বছরে পদার্পণ করল। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সুপ্রাচীন ও বৃহত্তম রথযাত্রা। প্রয়াত যাদুবেন্দু ঘোষের নামে উৎসর্গ করা হলেও বর্তমানে লক্ষ্মীগঞ্জে চন্দননগরের রথ নামেই বেশি পরিচিত। প্রচলিত আছে যাদুবেন্দু ঘোষ স্বপ্নাদেশ পান রথ তৈরি করার জন্য। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বপ্নাদেশ মতো যাদুবেন্দুবাবু একটি কাঠের রথ তৈরি করেন। অবশ্য এর আগে লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় ১৭৬৫ সালে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে ১৭৬৬ সালে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন

সময়ে যাদুবেন্দুবাবু ওই মন্দির থেকে রথ বের করতেন। এরপর যতদিন গেছে এই রথযাত্রায় এলাকায় মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। যাদুবেন্দুবাবুর মৃত্যুর পরও রথযাত্রা অব্যাহত থাকে। তার তৈরি কাঠের রথটি একসময় জীর্ণ হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে ওই জীর্ণ রথটির বদলে তৈরি হয় বিশাল আকারের লোহার রথ। রথটি তৈরি করতে সহযোগিতা করেন ব্রেথওয়েট ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানি। এখানকার রথের বৈশিষ্ট হল চারতলা বিশিষ্ট লোহার রথটিতে নয়টি চড়া রয়েছে যা সম্পূর্ণ পিতলের তৈরি। রথটির ওজন আনুমানিক ৫০ মেট্রিক টন। এই রথে ১৪টি লোহার চাকা রয়েছে। রথের উচ্চতা ৪০ ফুট রথযাত্রার দিন ভক্তবৃন্দরা চতুর্দোলা করে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে এসে রথের সামনে রেখে পুজো পাট হোমযজ্ঞ করেন। এই রথযাত্রা উৎসবের দিন জিটি রোডের সমস্ত যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

আঁতস কাঁচে

২৭ জুলাই শুরু ডুরান্ড

কলকাতাই ফুটবলের পীঠস্থান। এনিয়ে টানা ৫ বার ডুরান্ড কাপ উদ্বোধন আর ফাইনাল হতে চলেছে কলকাতায়। আগামী ২৭ জুলাই শুরু হবে ১৩৩তম ডুরান্ড কাপ। চলবে ৩১ আগস্ট অবধি। কলকাতার পাশাপাশি গত বছরের মতো এবারও ডুরান্ডের ম্যাচ হবে অসমের কোকরাঝাড়ে আর দুই নতুন শহর জামশেদপুর, শিলং। আইএসএল, আই লিগের দলরাও ছাড়াও সেনাবাহিনীর দলও অংশ নেবে ২৪ দলের এই টুর্নামেন্টে। বিদেশের কোন দল টুর্নামেন্টে অংশ নেয় এবার তাই দেখার। ১০ জুলাই থেকে শুরু হবে ট্রফি ট্যুর।

কোচ দীনেশ

ক্রিকেট ছাড়লেও, আরসিবি ছাড়ল না দীনেশ কার্তিককে। বরং তাঁর জন্য নতুন দরজা খুলে দিল আইপিএলে। আগামী মরসুমে সদ্য অবসর নেওয়া দীনেশ কার্তিককেই দেখা যাবে বিরাটদের ব্যাটিং কোচের ভূমিকায়। বিরাট কোহলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও, আইপিএল খেলবেন না এমন কথা জানাননি। ফলে, আইপিএলে তাঁর কাছ থেকে টি২০-র ঝলক দেখা যাবে এমনই ধারণা ভক্তদের। এবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুও নতুন ব্যাটিং কোচ হিসেবে দীনেশ কার্তিককেই বেছে নিল। প্রথমে ক্রিকেটার, এরপর ধারাভাষ্যকার হওয়ার পর এবার আরসিবির ব্যাটিং কোচ কাম মেন্টর হিসেবেই নতুন অধ্যায় শুরু করবেন প্রাক্তন এই ভারতীয় ক্রিকেটার।

লালহলুদে দেবজিৎ

যেখানে কেরিয়ার শুরু, সেখানেই ফিরলেন বাঙালি গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদার। আগামী ২ বছরের জন্য তিনি সই করলেন ইস্টবেঙ্গলে। চেন্নাই থেকে বাংলার ক্লাবে ফিরলেন তিনি। গত মরসুমে চেন্নাইয়ের হয়ে দারুণ পারফরম্যান্স করেন দেবজিৎ। অন্যদিকে আবার গতবছর ইস্টবেঙ্গলের গোলে প্রভসুখন গিলও ভালোই পারফরম্যান্স করেছেন। ফলে দেবজিৎ না গিল আগামী মরসুমে কে তিন কাঠির দায়িত্বে প্রথম পছন্দ হবেন কুয়াদ্রাতের তা দেখার।

অলিম্পিকে আভা

প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট পেলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মেয়ে আভা খাটুয়া। প্যারিস অলিম্পিকে শটপুটে অংশ নেবেন বাংলার এই মেয়ে। সরাসরি কোটা অর্জন করতে পারেননি অবশ্য আভা। যোগ্যতামান পান র‍্যাঙ্কিংয়ে। ফেডারেশন কাপে জাতীয় রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেও, সে'সময় তাঁর র‍্যাঙ্কিং ছিল ৩৪। এরপর দুটি গ্রাঁ প্রিঁ-তে দারুণ রেজাল্ট ও জাতীয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে পৌঁছে যান ২৩ নম্বর র‍্যাঙ্কিয়ে।

মহমেডানে কাদিরি

ডিফেন্সকে শক্তিশালী করতে ঘানার এক ডিফেন্ডারকে সই করিয়ে ফেলল সাদা কালো ব্রিগেড। আব্দুল মহম্মদ কাদিরির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি সেরে ফেলল মহমেডান। ২০২৩-২৪ মরশুমে তিনি খেলেছেন আজারবাইজানের শীর্ষ লিগে। আরাজ নাক্সিভান ক্লাবের হয়ে এই মরশুমে ৩১টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

প্রভাত ইস্টবেঙ্গলে

২ বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে এলেন প্রভাত লাকরা। বাংলার ফুটবলে দীর্ঘদিন খেলেছেন। সুযোগ পেয়ে চলে গেছিলেন নর্থইস্ট ইউনাইটেডে, এরপর জামশেদপুর এফসিতে। সেখানে আইএসএল খেলার পর ফের বাংলায় প্রত্যাবর্তন করলেন এই বঙ্গতনয়। তবে অল্প সময়ের জন্য নয়, দুবছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন এই তরুণ ডিফেন্ডার, নিজেকে ফিট করে তুলতে খেলতে চান কলকাতা লিগেও।

দেশে বিশ্বকাপ আসতেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরল টিম ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার ভোর ৬.০৫ মিনিট নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানে দিল্লি নামলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। হ্যারিকেন বেরিল এর জন্য কাপ জিতেও বার্বাডোজে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন রোহিতরা। কারণ বার্বাডোজে বিমান চলাচল ছিল বন্ধ। অবশেষে বুধবার দুপুরে টিম ইন্ডিয়া ওখান থেকে রওনা দেয়। আর বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লি। সকাল সাতটা নাগাদ বিমানবন্দরের বাইরে আসে রোহিত অ্যান্ড কোং। একে একে টিম বাসে উঠে পড়েন ক্রিকেটাররা। রোহিতের হাতে ছিল ট্রফি। রাত তিনটে থেকে বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন সমর্থকরা। ক্রিকেটারদের দেখতে পেয়েই জয়ধ্বনি দেন তারা। বিশ্বজয়ীদের স্বাগত জানাতে মেগা আয়োজন করে হোটেল কর্তৃপক্ষ। কাটা হয় কেক। এদিকে, হোটেলের সামনে নাচতে দেখা যায় সূর্যকুমার যাদবদের। জানা গেছে সকাল ৯টা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে যান রোহিতরা। ক্রিকেটারদের সংবর্ধনা দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা থাকবেন ক্রিকেটাররা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতরাশও করবেন রোহিতরা। তারপর মুম্বই চলে যান রোহিতরা। বিকেলে মুম্বই বিমানবন্দরে নেমে হুডখোলা বাসে চেপে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে পৌঁছন রোহিত শর্মারা। গোটা মেরিন ড্রাইভ জুড়ে ছিল উৎসবের মেজাজ। দুপুর তিনটে থেকে রাস্তায় ভিড় জমিয়েছিলেন সমর্থকরা। রাস্তা, পাঁচিল, গাছের ডাল যেখানে ফাঁকা ছিল সেখানেই দেখা গিয়েছে সমর্থকদের। অবশেষে নির্ধারিত সময়ের কিছু দেরিতে টিম বাসের দেখা মেলে মেরিন ড্রাইভে। হুডখোলা বাসের ছাদে ট্রফি নিয়ে দেখা গিয়েছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পাণ্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবকে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও বিকেল থেকে ফুল হাউস ছিল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলকে সংবর্ধনা জানায় বিসিসিআই। ভারতীয় দলের হাতে ১২৫ কোটি টাকার চেক তুলে দেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি, সচিব জয় শাহ। রোহিত বলেন, দেশে ফেরার পর থেকে যা অভ্যর্থনা পেয়েছি তা প্রকাশ করা যায় না। ওয়াংখেড়ে কোনোদিন ফেরায়নি আমাদের। আমি এই ট্রফিটা জিততে চেয়েছিলাম। এই বিশ্বকাপটা দেশের মানুষের জন্যই।

ট্রফি জিতে পিচের মাটি খেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি২০ বিশ্বকাপ। স্বপ্নসফল। এমন মুহূর্তে উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে খেলোয়াড়রা নানা উদযাপনে মাতবেন, এটাই স্বাভাবিক। তবে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মার অদ্ভুত এক আচরণ নজর কাড়ে। ফাইনালের পিচ থেকে মাটি তুলে তিনি মুখে নেন, যার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন রোহিত। বার্বাডোজে ৩৭ বছর বয়সে এসে রোহিত জিতলেন অধিনায়ক হিসেবে প্রথম আইসিসি ট্রফি। যে পিচে ফাইনাল হয়েছে, বিশ্বকাপের শিরোপা পেয়েছেন, উদযাপনের এক মুহূর্তে সেই পিচ থেকে খানিকটা মাটি মুখে পুরেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। অবশ্য এমন উদযাপন আগেও দেখা গেছে, তবে ক্রিকেটে নয়, এমন সেলিব্রেশন করেছেন টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি উইম্বলডন জিতে কোর্টের ঘাস খেয়েছিলেন। এরপরই অনেকের প্রশ্ন— জকোভিচকে কী নকল করেছেন রোহিত? ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের প্রকাশিত এক ভিডিওতে তিনি এর জবাব দিয়েছেন। সেখানে রোহিত জানান, 'আগে থেকে কোনো কিছু ঠিক করা ছিল না। আমার যেমন মনে হয়েছে, তেমন করেছি। উপভোগ করছিলাম মুহূর্তটা। ওই পিচ আমাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েছে। এই মাঠ এবং পিচ আমি ভুলতে পারব না। তাই এর একটা অংশ আমি নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলাম। এই মুহূর্তগুলো খুবই স্পেশাল। আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল এখানে। আমি কিছু একটা নিয়ে যেতে চাইছিলাম। সেই কারণেই মাটি খেয়েছি।'

সূর্যের ক্যাচই টার্নিং পয়েন্ট, সূর্যের ক্যাচ নিয়ে অযথা বিতর্কও

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত ১১ বছর পর আইসিসি ইভেন্টের শিরোপাখরা কাটিয়েছে। তবে সব ছাপিয়ে আলোচনা সূর্যকুমার যাদবের সেই বহুল আলোচিত ক্যাচ, যা নিয়ে পরে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমবারের মতো কোনো বিশ্বকাপ জিততে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ ওভারে দরকার ছিল ১৬ রান। ওভারের প্রথম বলে হার্দিক পান্ডিয়াকে তুলে মারেন ডেভিড মিলার। লং অফে অসাধারণ ক্যাচ ধরেন সূর্য। প্রথমে বল ধরার পর যখন বুঝতে পারলেন তিনি সীমানাদড়ি ছুঁতে যাচ্ছেন, তৎক্ষণাৎ আকাশে ছুড়লেন এবং আবার ভেতরে ফিরে ক্যাচটা ধরলেন। সোশাল মিডিয়ায় এই ক্যাচের ভিডিও ভাইরাল হলে অনেকে দাবি করেন, সূর্যকুমারের পা সীমানা দড়ি ছুঁয়েছে। আম্পায়ার আরও সময় নিয়ে দেখতে পারতেন। এবার ক্যাচ নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা নিয়ে মুখ খুললেন সূর্য। ভারতের এই ক্রিকেটার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যখন বলটা ওপরে ছুড়লাম এবং ক্যাচ ধরলাম, জানতাম যে সীমানার দড়িতে আমার পা লাগেনি। পেছনে বল ছোড়ার সময় আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব সচেতন ছিলাম। জানতাম যে ক্যাচটা সঠিক ছিল।' সূর্যর ক্যাচটাই যে ম্যাচের মোড় পাল্টে দিয়েছে, সেটা পরে বোঝা গেছে। মিলার আউট হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটা হেরে গেছে ৭ রানে। এই ক্যাচটা না ধরলে সমীকরণ আরও জটিল হতো বলে মনে করেন সূর্য, 'যদি বলটা ছক্কা হতো, তাহলে সমীকরণ হতো ৫ বলে ১০ রানের।

তবু আমরা জিততাম। তবে সেটা অনেক কাছাকাছি হতো।' মিলার যখন বলটা উড়িয়ে মারেন, তখন লং অনে ছিলেন রোহিত শর্মা ও সূর্য ছিলেন লং অফে। সেই সময়ে কী ঘটেছে, তা প্রকাশ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন সূর্য। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞ ব্যাটার বলেন, 'রোহিত ভাই সাধারণত লং অনে দাঁড়ান না। তবে সেই মুহূর্তে সেখানে তিনি ছিলেন। বলটা যখন আসছিল, এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি দৌড়লাম ও লক্ষ্য ছিল বলটা ক্যাচ ধরার। তিনি (রোহিত) আরও কাছে থাকলে বলটা তার দিকে ছুড়তাম। সেই চার পাঁচ সেকেন্ডে যা-ই ঘটুক না কেন, ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

দুই প্রধান জিতলেও, শুরুতেই আটকে গেল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগের শুরুটা বাকি দুই প্রধানের মতো করতে পারল না মোহনবাগান। ঘরোয়া লিগের প্রথম ম্যাচেই আটকে গেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। মঙ্গলবার ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ স্টেডিয়ামে ভবানীপুরের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল বাগান। কলকাতা লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে উয়াড়িকে হাফ ডজন গোল দেয় মহমেডান। প্রথম ম্যাচেই টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে সাত গোলে উড়িয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। সেই তুলনায় শুরুতে ম্লান সবুজ মেরুন ব্রিগেড। বড় ব্যবধানে জেতা দূর অস্ত, প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট খোয়াল বাগান। শুরুটা যদিও ভালই হয়। ম্যাচের দশ মিনিটের মাথায় দলকে এগিয়ে দেন শিবাজিত সিং। ফ্রিকিক থেকে গোল করেন তিনি। কিন্তু বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেনি বাগান। সাত মিনিটের মধ্যেই সমতা ফেরায় ভবানীপুর। গোল করেন জিতেন মুর্মু। বিরতিতে স্কোরলাইন ১-১ ছিল। ভাগ্য সঙ্গ দিলে এদিন জিতেন হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। এর থেকেই ম্যাচের গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট। মরশুমের প্রথম ম্যাচে অগোছালো দেখায় মোহনবাগানকে। প্রস্তুতির বিশেষ সময় পাননি নতুন কোচ। তুলনায় অনেক সংগঠিত ফুটবল খেলে ভবানীপুর। বিরতির পর গোলের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি কোনও দল। শেষ পাঁচ মিনিট ছাড়া বাগানের আক্রমণ ম্যাড়ম্যাড়ে ছিল। বর্ষাস্নাত ম্যাচে মোহনবাগানকে টেক্কা দিল ভবানীপুর। গোল হজম করার পর থেকেই আরও মরিয়া হয়ে ওঠেন জিতেনরা। সইফুল, উমের, জোজোর ত্রিভূজ আক্রমণে নাজেহাল বাগান রক্ষণ। ম্যাচের ১৭ মিনিটে উমরের সেন্টার থেকে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় গোল জিতেনের। প্রথমার্ধের শেষে গুরুতর আহত হন সইফুল রহমান। ভবানীপুরের প্লেয়ারকে মাঠেই সিপিআর দেওয়া হয়। মাঠ থেকেই সরাসরি তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। তবে ডেগি কার্ডোজোর দল নজর কাড়তে ব্যর্থ। গোটা ম্যাচেই অনেক সপ্রতিভ ফুটবল খেলে ভবানীপুর। শুধু শেষ পাঁচ মিনিট তেড়েফুঁড়ে খেলে সুহেল, টাইসনরা।এই খেলাটাই যদি আগাগোড়া খেলতে পারত, তাহলে হয়তো তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ার একটা সম্ভাবনা থাকত বাগানের।

টুকরো

কে উত্তরসূরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাহলে এবার কে? কে নেবেন রোহিতের আর্মব্যান্ড? বিশ্বকাপজয়ী কোচের আসনেই বা কে আসবেন? নানা জল্পনা এখন ক্রিকেটমহলে। রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় গৌতম গম্ভীরের নাম অনেকদিনই শোনা যাচ্ছে। এখনও নাম ঘোষণা করেনি বিসিসিআই।

জয় শাহ জানিয়ে দিলেন, দু'জনের নাম রয়েছে। অনুমান করাই যায়, সেই দু'জনের একজন গৌতম গম্ভীর, অন্যজন ডব্লুভি রমন। বিসিসিআই সচিব জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কা সফরের আগেই নতুন কোচ পাবে ভারত। অন্যদিকে, রোহিতের পরিবর্তে হার্দিক পান্ডিয়ার নাম জোরদার হচ্ছে।

জয় শাহ বলেন, 'অধিনায়ক কে হবেন, তা ঠিক করবেন নির্বাচকরা। আর যদি হার্দিকের কথাই বলা হয়। তাহলে ওর ফর্ম নিয়ে নানা কথা উঠেছিল, এরপরও নির্বাচকরা আস্থা দেখিয়েছিলেন। হার্দিক পান্ডিয়া নিজেও সেটা প্রমাণ করেছেন।'

বিশ্বকাপে বিরল রেকর্ড গড়েছেন বুমরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জসপ্রীত বুমরাহকে মোকাবিলা করা যেন ব্যাটারদের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষ করে ডেথ ওভারে বুমরাহ হয়ে ওঠেন মৃত্যুদূত। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যে তাঁর জাদুকরী বোলিং দারুণ অবদান রেখেছে। গড়েছেন এক বিরল রেকর্ডও। ৮ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে এবারের বিশ্বকাপে বুমরাহ হয়েছেন ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট। ৪.১৭ ইকোনমি বলে দিচ্ছে, ব্যাটারদের কতটা ভুগিয়েছেন তিনি। তবে কোনো রান তিনি করতে পারেননি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও মেরেছেন গোল্ডেন ডাক। কোনো রান না করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টুর্নামেন্ট-সেরা ক্রিকেটার হওয়ার একমাত্র কীর্তি বুমরার। এর আগে আট আসরে যাঁরা ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিলেন, তাঁদের নামের পাশে রান ছিল। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১৩ উইকেট নেওয়ার কারণে স্যাম কারান টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ঠিকই। তবে যখনই ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন, রান করেছেন। ২ ইনিংসে ১২ গড় ও ৮৫.৭১ স্ট্রাইকরেটে করেন ১২ রান।ব্যাটে-বলে সমান তালে খেলে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্টের তালিকা খুঁজতে গেলে শেন ওয়াটসন, শহীদ আফ্রিদি—এই দুই ত্রিকেটারের নাম চোখে পড়বেই। ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টুর্নামেন্ট-সেরা ওয়াটসনের স্কোর ২৪৯ রান এবং নিয়েছেন ১১ উইকেট। ১২ বছর আগে বিশ্বকাপে করেছিলেন তিন ফিফটি। গড় ও স্ট্রাইকরেট ছিল ৪৯.৮০ ও ১৫০। আফ্রিদি টুর্নামেন্ট-সেরার পুরস্কার জেতেন ২০০৭ সালে উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ৯১ রানের পাশাপাশি নিয়েছিলেন ১৫ উইকেট। তবে ফাইনালে তাঁর দল পাকিস্তান ৫ রানে হেরে গিয়েছিল ভারতের কাছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে দুবার ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হওয়ার কীর্তি বিরাট কোহলির। ২০১২ ও ২০১৪ সালে টুর্নামেন্ট-সেরা হয়েছিলেন কোহলি। সেই দুই আসরে ভারত ধাক্কা খেয়েছিল নকআউট পর্বে।

জেলায় জেলায় টক্কর

কুলিয়া পাড়া অলিম্পিক ফুটবল একাডেমীর উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বলাগড় কুলিয়া পাড়া অলিম্পিক ফুটবল একাডেমীর উদ্যোগে দুই দিন ব্যাপী (২১ ও ২২ জন) গোপালবাটী এলাকায় অনুষ্ঠানটি হয়।প্রথম দিন বিশ্ব যোগাদিবস উপলক্ষে যোগ প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিন স্বেচ্ছায় রক্তদান, কৃতি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের সম্মানিত করা হয়। ১৭৩ তম বর্ষের পদার্পনে এই অনুষ্ঠানের মূল কর্নধার তথা প্রশিক্ষক জনার্দ্দন দাস। তিনি বিনা স্পনসারশিপের উপর সম্পূর্ণ নিজস্ব খরচে নিঃশর্তভাবে। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তাঁর গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা যারা সমাজে চাকরি পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরাই জনার্দ্দনবাবুর একমাত্র ভরসা। বাকিটা তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে অর্থ জোগাড় করেন। এই দিনটির জন্য তিনি সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। তিনি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের খেলার সামগ্রী প্রদান করেন। এদিন কালনা সাব-ডিভিশন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন। এতে পুরুষ ও মহিলা সহ ৯০ জন রক্তদান করেন। এদিন সঙ্গীতশিল্পী স্বরূপ মজুমদারের কণ্ঠে 'আপন হতে বাহির হই' গানটি করেন। তাঁর এই গান দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর চন্দননগর থেকে আগত সঙ্গীতশিল্পী মিঠু কুন্ডু তাঁর সুরেলা কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় গান 'এ মনিহার আমার নাহি সাজে' গাইলেন। তিনি গানগুলি গেয়ে শ্রোতাদের মন ছুঁলেন। এদিন মঞ্চে ক্রীড়া সাংবাদিক নির্মল সাহার লেখা ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সায়নী দাসের জীবনী স্রোতের বিরুদ্ধে বইটি প্রকাশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বহুগুনীজনরা শিক্ষক তপন ভট্টাচার্য, যোগাও ভেটারেন্স এ্যাথলিট যুথিকা রায়, মাস্টার্স এ্যাথলিট সন্ধ্যা পাকিড়া আন্তর্জার্তিক সাতারু সায়নী দাস ও প্রাক্তন অ্যাথলিট রাধেশ্যাম দাস, অবসরপ্রাপ্ত মেজর নরেশচন্দ্র দাস প্রমুখরা।

যোগাসনে স্বপ্ন দেখাচ্ছে খুদে পিয়ালী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এখন বাংলার যোগাসন জগতে সারা ফেলেছে খুদে মেয়ে পিয়ালী দাস। সদ্য সে জায়গা করে নিয়েছে জাতীয় দলে। মাত্র ৭ বছর বয়সেই ছোট্ট পিয়ালীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে বাবার মনের ভিতর স্বপ্ন এই ছোট্ট যোগাসন খেলোয়াড়ের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলাড় পূর্বস্থলী সরডাঙ্গা কালেখাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সে ধীতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ইতিমধ্যেই সে জেলা ও রাজ্য স্তরে বহু খেতাব জিতেছে। স্থানীয় ফিটনেস যোগা সেন্টারে প্রশিক্ষক পিয়ালী সেনের কাছে হাতে খড়ি তার। বছর খানেক ধরে তাঁর কাছে যোগা প্র্যাকটিস করেছে সে। এছাড়া তাঁকে সবরকম গাইড করেছে ওর বাবা সুমন্ত দাস। একসময় সুমন্ত দৌড়বিদ ছিলেন। বর্তমানে সুমন্ত পাড়াঘরে হকারি করে সংসার চালান।স্ত্রী বিউটি দাস গৃহবধূ। তারা ২ বোন ছোট প্রীতি। এরমধ্যে চলতি বছরে বর্ধমান ডিস্টিক্ট যোগা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন

হয়েছে। কলকাতা চেতলা যোগা জিম আয়োজিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় সে। পিয়ালীর এই সাফল্যের জন্য চলতি মাসের ২৯ ও ৩০ জুন উত্তরাখন্ডের হরিদ্বারে জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়ন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অংশগ্রহণ করবে। এই কারণে জোর কদমে প্র্যাকটিস করছে। ওর সাফ্যলের পিছনে আর একজনের অবদান রয়েছে ভেটারেন্স অ্যাথলিট যুথিকা রায়।

ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে গেল জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : গ্রাম বাংলার খেলা ধুলার ধারাকে বজায় রাখতে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি গ্রামে। জয়নগর থানার তিলপি গ্রাম বাসীদের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়।এদিন বারুইপুর,জয়নগর,কুলতলি, বাসন্তী, গোসাবা, রায়দীঘি, মগরাহাট ক্যানিং, কুলপি সহ একাধিক এলাকা থেকে প্রায় ৪৭ টি ঘোড়া এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এ, বি, সি,এই তিনটি গ্রুপ করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের খেলা শেষে ১,২,৩, স্থান অধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।আর এই খেলা দেখতে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বভারতীয় যোগা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ব্লকের গাংমুড়ি-জয়পুর গ্রামপঞ্চায়েতের সাহাবাদের সুনীলকুমার ঘোষ নবসন উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ১৩ ও ১৪ জুন উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যাধামে শ্রীরাম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত জাতীয়স্তরে যোগা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অখিল ভারতীয় যোগাসনা স্পোর্টস ফেডারেশন এবং অখিল ভারতীয় যোগ শিক্ষক মহাসংঘ, ওপেন যোগাসনা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশীপ যোগা মহাকুম্ভে সুনীলের সাফল্য। সুনীলকুমার ঘোষ বলেন, ৬০ বছর বয়সের উর্ধে বিশেষ যোগা প্রতিযোগিতায় জেলার মধ্য থেকে তিনিই একমাত্র প্রতিযোগী। রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন ছিল। সর্বভারতীয় স্তরে সফল কৃতীদের ১০ জনের তালিকায় সুনীলের নাম ছিল দ্বিতীয় স্থানে। দেওয়া হয় শংসাপত্র। সুনীল বলেন, যোগ অভ্যাস নিয়মিত করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com